মহাকবি ব্যাসদাস (ক্ষেমেন্দ্র) কৃত

চারুচর্য্যাশতক

লাসা ও মধ্যতিব্বতে ভ্রমণ এবং সংস্কৃত শব্দার্থসহ তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান
প্রভৃতির রচয়িতা এবং তিব্বতে ও মহাচীনে খেন্ ছেন উপাধিক
শরতশ্রীচন্দ্র দাস অপর নামে পরিচিত

মহোপাধ্যায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস C.I.E.* রায় বাহাদুর
কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ প্রথম প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯১০, ১লা ফাল্গুন;
কলিকাতা।

গুপ্তপ্রেশ
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।
২২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

All rights reserved. মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

(Mkhan-po, Scholar ; Chhen-po., great.)

N.B. তিব্বতীয় ভাষায় খেন্‌পো ছেন্‌পো অর্থ মহা উপাধ্যায়। সাধারণতঃ লেখার কিম্বা সম্বোধনের সময় এই দুই শব্দের সংক্ষেপ (খেন্ ছেন্) শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে।

* C.I.E. তিন অক্ষরে Companion (of the Most Eminent Order of the) Indian Empire উপাধির সংক্ষেপার্থ প্রকাশ হয়।

মুখবন্ধ।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম অংশে কাশ্মীরদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদানকল্পলতাগ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখন সময়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে মহারাজ অনন্তদেব যখন কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন তাহার সপ্তবিংশ সংবৎসরে বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাগ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এখন রাজতরঙ্গিণীনামক কাশ্মীরেতিহাস গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝা যাইতেছে যে এই সময়টী খৃষ্টাব্দের ১০৩৫ সাল। ক্ষেমেন্দ্রকৃত যে যে গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তিব্বতী বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ভিন্ন তৎসমুদয়েরই শেষে ইহাঁর নামের সহিত ব্যাসদাস উপাধির যোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাধি যথার্থই ইহাঁর যোগ্য হইয়াছে, কারণ ইহাঁর লেখা বেদব্যাসের ন্যায় অতি বিস্তৃত,প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতানামক ১০৮পল্লবে সম্পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ একটী মহাপুরাণের ন্যায়। তাহাতে ভগবান্ বুদ্ধ প্রচারিত সদ্ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বিশদরূপে চিত্রিত আছে। তাহার প্রায় অর্দ্ধাধিক অংশ তিব্বতী পদ্যানুবাদসহ এসিয়াটিক সোসাইটীর বিব্লোথিকা-ইণ্ডিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশও উক্ত সোসাইটীই যথা সম্ভব সত্বর প্রকাশ করিবেন। এতদ্ব্যতীত ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'দর্পদলন' নামক একটী উপাদেয় গ্রন্থ কাশীধাম হইতে ৩০০বৎসরের পূর্ব্বের হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থটীও সত্বর প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'চারুচর্য্যা' নামক এই গ্রন্থটী মাত্র ১০০ শ্লোকে পূর্ণ। এই গ্রন্থটী এত সারবান্ যে ইহার ওজন আকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক। ক্ষেমেন্দ্র এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে মহাভারত ও রামায়ণের প্রায় সমস্ত সারগর্ভ উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এক একটী শ্লোকে এক একটী করিয়া উপদেশ এবং তাহার পৌরাণিক উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করায় এ গ্রন্থ এক প্রকার সনাতন ধর্ম্মোপদেশের সারসংগ্রহরূপই হইয়াছে। এতাদৃশ সারগর্ভ ও স্বল্পাকার গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও অতি বিরল।

এই অমূল্য গ্রন্থটীর বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীকুঞ্জবিহারি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

আত্ম-পরিচয়

প্রায় এক শত বিশবৎসর পূর্ব্বে আমার পিতামহ ৺ পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত মহাশয় ত্রিপুরা কালেক্‌টারীতে পেস্কারী কার্য্য হইতে দীর্ঘকালের জন্য অবসর লইয়া কুমারাবস্থায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি যোগিবেশে তিব্বতে কৈলাস পর্ব্বত ও মানসসরোবর এবং ভারতে সেতুবন্ধরামেশ্বর ও পুষ্করাদি দুষ্কর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে নিজ জন্মভূমির পুণ্য তীর্থ চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে উপস্থিত হন। তথায় যোগিবেশ সত্ত্বেও তাঁহার গুরুপুত্র তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। পিতামহ তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শাক্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন ও চক্রশালা পরগণার অন্তর্গত শ্রীমতী নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরস্থিত 'আলামপুর' নামক নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ করেন।

জনপ্রবাদ আছে যে প্রথমে তাঁহার দুইটী সন্তান অতি শিশু অবস্থায় মারা যায়, তজ্জন্য তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পর উহাঁকে বাটীর সম্মুখে পুষ্করিণীর পাড়ের পথে ফেলিয়া রাখা হয় এবং পরে এক জন পথিকের নিকট হইতে শিশুটী ভিক্ষাস্বরূপ মাগিয়া লওয়া হয়। এ কারণ উহাঁর নাম 'মাগন দাস' রাখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম 'দীন দয়াল' ছিল। আমরা তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদিতে এই নামেরই উল্লেখ করিয়া থাকি। পিতৃদেব ৺ মাগন দাস গুপ্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয় ও মিতভাষী ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যথানিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শিবপূজা করিতেন। পরে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আমাদের চারিটী সহোদরকে খাওয়াইয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন এবং তৎপরে চট্টগ্রাম কালেক্‌টারীতে কার্য্য করিতে যাইতেন। বিদ্যালয় হইতে অবসর পাইলে আমি ও আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র (afterwards the Honourable Babu Nobin Chandra Das M.A.,B.L., *Kavigunakara*, Acting Magistrate and Collector of Noakhali) তাঁহাকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিতাম। আমার জন্মের এক বৎসর পরে পিতৃদেব সরকারী কার্য্য হইতে কিছুকালের জন্য অবসর লইয়া পদব্রজে কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন এবং তথা হইতে একটী শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আমাদের বাটীর সম্মুখে পুষ্করিণীর পাড়ে যে স্থান হইতে পিতামহ তাঁহাকে ভিক্ষা পাইয়াছিলেন সেই স্থানেই একাগ্নি-যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞস্থানে একটী মনোরম মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কাশী হইতে আনীত শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া বৃহৎ দীর্ঘিকাকারে পরিণত করেন। ঐ দীর্ঘিকায় ইষ্টকনির্ম্মিত

ঘাট করিয়া গ্রামস্থ লোকের স্নান ও তর্পণাদির সুবিধাও করিয়া দেন। পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম 'ক্রমদীশ্বর' রাখা হয়।

পিতৃদেব আমাকে সাহসী ও কার্য্যক্ষম মনে করিয়া দ্বিতীয়বার প্রয়গাদি তীর্থ পর্য্যটন কালে আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। তৎসময়ে তিনি আমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া "তুই ইন্দ্রতুল্য হইবি" বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূকে তিনি শচীমা বলিয়া ডাকিতেন।

আমার সহধর্ম্মিণী চট্টগ্রামের খ্যাতনামা জমিদার ৺ দুর্গাকৃপা সেন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি নবীন চন্দ্র সেনের খুল্লতো ভগিনী। ইনি গুণশীলা ও সাধ্বী। সপ্তকন্যা ও পঞ্চপুত্রের জননী হইয়াও এই বার্দ্ধক্যাবস্থাতে ইনি স্বয়ং রন্ধন করেন ও সততই আমার সেবাশুশ্রূষা কার্য্যে রত থাকেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাকে তিব্বতে ভৌগোলিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য পুরস্কারস্বরূপ ১৪০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগের জন্য জায়গীর দান করেন। আমি ঐ সম্পত্তি পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত 'ক্রমদীশ্বর' শিবের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছি এবং আমার পত্নীকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছি। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের এই চারুচর্য্যানুযায়ী কার্য্যকে আমি হিন্দুমাত্রেরই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মনে করি।

আমি পরব্রহ্মের উপাসক। ব্রাহ্মণগণের নিত্য জপনীয় গায়ত্রীতেও পরমপুরুষ ব্রহ্মের নাম দেখিতে না পাইয়া অনেক শাস্ত্রান্বেষণের পর সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী দেখিতে পাই "অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥" এই গম্ভীরার্থ শ্লোকটী আমি ব্রহ্মমন্ত্র মনে করিয়া এই মন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা সারার্থ শ্লোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই।

যাঁহারাব্রহ্মের চিন্তা করিতে অক্ষম তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদেরই জন্য সমস্তজগদাধারমূর্ত্তি ব্রহ্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিবিধ পুরুষাকার মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন।

খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টকে পুরুষাকারব্রহ্মেরস্বরূপ মানিয়া থাকেন, পরন্তু যীশুখৃষ্ট একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব ওরূপ ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন; ইহাঁরা সনাতন পুরুষ অর্থাৎ অব্যক্তরূপের রূপকল্পনা মাত্র। এই জন্যই হিন্দু মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের উপাসনা পরব্রহ্মেরই উদ্দেশে হইয়া থাকে।

ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্ম্ম আর্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত একটী ধর্ম্মমার্গ মাত্র। জগৎপূজ্য পরমগুরু শাক্যমুনি বিশুদ্ধিমার্গ প্রকাশ করেন। বিশুদ্ধির অর্থ নির্ব্বাণমুক্তি। দেবদেবীর আরাধনায় সাংসারিক অর্থলাভ হয়, কিন্তু পরমার্থ-বিশুদ্ধি লাভ হয় না। এই কথাই তিনি জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই জন্য, ব্রাহ্মণগণ ভগবান বুদ্ধের বিরোধী হন এবং তাঁহাকে বেদনিন্দক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্রদাস।

* পূর্ব্বকালে ভারতবাসী আর্য্যগণ ও অশোক প্রভৃতি রাজগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, পরন্তু জন্মমৃত্যুসংস্কার, বিবাহসম্বন্ধসঙ্ঘটন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি সমস্তই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিধি অনুসারে করিতেন। ভারতে বৌদ্ধ বলিয়া কোন জাতি ছিল না। ভগবান বুদ্ধ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কোন কালে সামাজিক বিপ্লব উত্থাপন করেন নাই, কিম্বা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই অথবা জাতি বা বেদ ও চির প্রচলিত বিধি রহিত করিতেও চেষ্টা করেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার উপদেশগ্রাহী সংসারত্যাগী সঙ্ঘঅর্থাৎ ভিক্ষু ও শ্রাবক সম্প্রদায়কে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া উহাঁদিগকে একটী পৃথক্ শ্রেণীতে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই শ্রেণীভুক্ত সকলেই এক জাতীয় ছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যেই জাতিভেদ ছিল না।

পরে কালক্রমে সদ্ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইতে চলিলে ভারতবাসীরা বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ না দিয়া, শঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত শৈব সন্ন্যাসধর্ম্মে যোগ দিতে লাগিলেন বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্মেই ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। আমি সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস করি। কারণ উহার প্রধান লক্ষ্য ও শিক্ষা আত্মার পবিত্রতাসাধন। সম্যকৃরূপে পবিত্র হইলেই জীব সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

১৮৯৫ সালে আমি উপরি উক্ত জায়গীর ও রায় বাহাদুর খ্যাতি পাইবার পর চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ ৺ গোবিন্দ দাস মহোদয় যিনি আমাকে শিশুকাল হইতেই জানিতেন, আমাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় একটী অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তাহাতে ইনিও তিব্বতীয় মন্ত্রসচিবের ন্যায় মহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। আমি এই স্থানে অভিনন্দন পত্রের কয়েকটী শ্লোক এবং তৎকালীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সার্ এলেকজাণ্ডার্ মেকেঞ্জী বাহাদুরের বেলবেডিয়ার দরবার সভায় বক্তৃতার কিয়দংশ যোজনা করিলাম।

BELVEDERE DURBAR.

CALCUTTA.

The Honourable Sir Alexander Mackenzie, M., A , K C.S.I., Lieutenant Governor of Bengal, while investing Sri Sarat Chandra Das, C I.E., with the title of Rai Bahadur in Durbar on the 8th of December 1896, said :—"Last, but by no means least, we have that distinguished explorer Sarat Chandra Das, C.I E., who is officially Tibetan Translator to Government, but is better known to the learned world as the enterprising traveller who opened up once more the mysterious land of the Lamas, who lived in their monasteries, acquiring their language and confidence, secured from their libraries many of the most important manuscripts, and is now engaged in compiling a Dictionary of their

speech, which will give to European Scholars a much-wished-for key to the hitherto occult wisdom of High Asia."

Calcutta Gazette,

* The nation known as Kushan (or Kuishuang of ancient Chinese history) is by Armanian writers referred to Bactria, by the Arabo-Persian reports to Tokharestan, Trans-Oxania, &c. (The Noldke, Tabari, P. 115 note 2 ; cf. Ed. Specht, *Etudes Sur l'Asie centrale*, I. P. 8 seqq.)

কিন্তু পূর্ব্বকালের সুপ্রসিদ্ধ কুশানবংশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজ (হবিষ্ক) হুষ্ক : যুষ্ক এবং কনিষ্ক হিন্দু ছিলেন না। আরমানিয়ান্ ইতিহাসলেখকেরা কুশানকুল বেক্‌ট্রিয়ার গ্রীকরাজ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মিনেন্দ্রের (মিনিন্দের) বংশ (Menonder) হইতে সমুদ্ভূত বলিয়াছেন। আরব্য-পারসিক ইতিবৃত্তে কুশানবংশ সমরখণ্ড ও পাক্ষু (Oxus) নদীর উত্তর দিকের প্রদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল উল্লেখ করেন।

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত সি, আই, ই, রায়-বাহাদুরস্যাভিনন্দনপত্রম্ ॥

যং ধৃত্বা গর্ভবাসে সুতমিব জননী ধন্যকা জন্মভূমিঃ
তাতো ধন্যশ্চ যস্য প্রথিতগুণসমুৎসাহিনো জন্মদানাৎ।
ধন্যাস্তে চট্টলস্থা বয়মপি মহতো যস্য দেশীয়কত্বাৎ
সোঽয়ং চট্টপ্রদীপো জয়তু ভুবি সদা শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসঃ ॥ ১ ॥
যস্য প্রজ্ঞা সুতীক্ষ্ণা প্রভবতি জটিলে বিগ্রহে সন্ধিকার্য্যে
রাজশ্রদ্ধাস্পদো যঃ সুখশমিতরিপুর্দৌত্যকর্ম্মপ্রবীণঃ।
রাজ্ঞো যঃ প্রাপ্তবান্ সদ্‌গুণচয়পিশুনাং রায়বাহাদুরাখ্যাং
সোঽয়ং চট্টপ্রদীপো জয়তু ভুবি সদা শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসঃ ॥ ২ ॥
সাধুত্বং যস্য লোকে প্রথিত মতিদয়া বিস্তৃতা দীনলোকে
হিংসাভাবশ্চ শুদ্ধোদনিরিব করুণাপূর্ণচিত্তঃ সুশান্তঃ।
যো লব্ধাপি পদং মহোন্নতমহো গর্ব্বে কৃতানাদরঃ
সোঽয়ং চট্টপ্রদীপো জয়তু ভুবি সদা শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসঃ ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি—

কবিরাজ গোবিন্দ দাসঃ।

চারুচর্য্যাশতকম্

মহাকবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র বিরচিতম্ ।

শ্রীলাভসুভগঃ সত্যনিষ্ঠঃ স্বর্গাপবর্গদঃ ।
জয়তি ত্রিজগৎপূজ্যঃ সদাচার ইবাচ্যুতঃ ॥১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পুরুষস্ত্যজেন্নিদ্রামতন্দ্রিতঃ ।
পদ্মং প্রাতঃ প্রবুদ্ধংহি শ্রয়তি শ্রী গুণাশ্রয়া ॥২
পুণ্যপূতশরীরঃ স্যাৎ সততং স্নাননির্ম্মলঃ ।
তত্যাজ বৃত্রহা স্নাতঃ পাপং বৃত্রবধার্জ্জিতম্ ॥৩
ন কুর্ব্বীত ক্রিয়াং কাঞ্চিদনর্চ্চিতমহেশ্বরঃ ।
তদর্চ্চনরতং শ্বেতং নাভূন্নেতুং যমঃ ক্ষমঃ ॥৪
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ।
ভুবি পিণ্ডং দদৌ বিদ্বান্ ভীষ্মঃ পাণৌ ন শন্তনোঃ ॥৫

যিনি লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়া সমধিক সুন্দর ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন সত্য-ধর্ম্মেতেই যিনি সতত অবস্থান করেন এবং যিনি স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদান করেন সেই সদাচার-সদৃশ ত্রিজগৎপূজ্য ভগবান্ অচ্যুত জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

পুরুষ নিরলস হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে) শয্যা ত্যাগ করিবে। দেখ গুণগ্রাহিণী লক্ষ্মী অতি প্রত্যূষে প্রবুদ্ধ (প্রস্ফুটিত) পদ্মকে আশ্রয় করেন ॥২॥

পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূতশরীর ও সতত স্নানদ্বারা নির্ম্মল হওয়া উচিত। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র স্নান দ্বারা বৃত্রাসুরবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অগ্রে মহাদেবকে পূজা না করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না। যমরাজ শিব-পূজারত শ্বেতকে লইয়া যাইতে সক্ষম হন নাই ॥ ৪ ॥

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই শ্রাদ্ধ করিবে। বিদ্বান্ ভীষ্মদেব (আহূত তদীয় পিতা) শন্তনুর হস্তে পিণ্ড না দিয়া (শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে) ভূমিতেই পিণ্ডদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

নোত্তরস্যাং প্রতীচ্যাং বা কুর্ব্বীত শয়নে শিরঃ।
শয্যাবিপর্য্যয়াদ্ গর্ভো দিতেঃ শক্রেণ পাতিতঃ ॥৬
অর্থিভুক্তাবশিষ্টং যৎ তদশ্নীয়াম্মহাশয়ঃ।
শ্বেতোঽর্থিরহিতং ভুক্ত্বা নিজমাংসাশনোঽভবৎ ॥৭
জপহোমার্চ্চনং কুর্য্যাৎ সুধৌতচরণঃ শুচিঃ।
পাদশৌচবিহীনং হি প্রবিবেশ নলং কলিঃ ॥৮
ন সঞ্চরণশীলঃ স্যান্নিশি নিঃশঙ্কমানসঃ।
মাণ্ডব্যঃ শূললীনোঽভূদচৌরশ্চৌরশঙ্কয়া ॥৯
ন কুর্য্যাৎ পরদারেচ্ছামাশ্বাসং স্ত্রীষু বর্জয়েৎ।
হতো দশাস্যঃ সীতার্থে হতঃ পত্ন্যা বিদূরথঃ ॥১০
ন মদ্যব্যসনী ক্ষীবঃ কুর্য্যাদ্বেতালচেষ্টিতম্।
বৃষ্ণয়ো হি যযুঃ ক্ষীবাস্তৃণপ্রহরণাঃ ক্ষয়ম্ ॥১১
ঈর্ষ্যা কলহমূলং স্যাৎ ক্ষমা মূলং হি সম্পদঃ।
ঈর্ষ্যাদোষাদ্বিপ্রশাপমবাপ জনমেজয়ঃ ॥১২

শয়নকালে উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মস্তক করিবে না। শয্যাবিপর্য্যয় দোষে দিতির গর্ভ শক্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ৬ ॥

মহাশয় ব্যক্তি অগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইয়া পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ভোজন করিবে। শ্বেত অতিথিরহিত ভোজন করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে নিজ মাংসাশী হইতে হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

উত্তমরূপে পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি হইয়া জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি করিবে। নল রাজা পাদশৌচহীন ছিলেন বলিয়া কলি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

রাত্রিকালে নিঃশঙ্কমনে বিচরণশীল হইবে না। মাণ্ডব্য ঋষি চৌর না হইলেও তাঁহাকে চৌর আশঙ্কা করিয়া শূলে আরোপণ করা হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

কখনও পরদারে ইচ্ছা করিবে না বা স্ত্রীলোকের নিকট কোনরূপ আশ্বাস করিবে না। রাবণ সীতাহরণ করায় হত হইয়াছিলেন এবং বিদূরথ পত্নী কর্ত্তৃক হত হন ॥ ১০ ॥

কদাপি মদ্যে আসক্ত হইয়া উন্মত্তবৎ ভূতপ্রেতসদৃশ ব্যবহার করিবে না। যাদবগণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া তৃণ দ্বারা পরস্পর মারামারি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১১॥

ঈর্ষ্যাই কলহের মূল এবং ক্ষমাই সম্পদের মূল। মহারাজ জনমেজয় ঈর্ষ্যাদোষবশতঃ ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১২॥

ন ত্যজেদ্ধর্ম্মমর্য্যাদামপি ক্লেশদশাং শ্রিতঃ।
হরিশ্চন্দ্রো হি ধর্ম্মার্থী সেহে চণ্ডালদাসতাম্ ॥১৩

ন সত্যব্রতভঙ্গে চ কার্য্যং ধীমান্ প্রসাধয়েৎ।
দদর্শ নরকক্লেশং সত্যনাশাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪

কুর্ব্বীত সঙ্গতং সদ্ভির্নাসদ্ভির্গুণবর্জ্জিতম্।
প্রাপ রাঘবসঙ্গত্যা প্রাজ্যং রাজ্যং বিভীষণঃ ॥১৫

মাতরং পিতরং ভক্ত্যা তোষয়েন্ন তু কোপয়েৎ।
মাতৃশাপেন নাগানাং সর্পসত্রেঽভবৎ ক্ষয়ঃ ॥১৬

জরাগ্রহণতুষ্টেন নিজযৌবনদঃ সুতঃ।
কৃতঃ কনীয়ান্ প্রণতশ্চক্রবর্ত্তী যযাতিনা ॥১৭

দানং সত্ত্বমিতং দদ্যান্ন পশ্চাত্তাপদূষিতম্।
বলিনাত্মার্পিতো বন্ধে দানশেষস্য শুদ্ধয়ে ॥১৮

ত্যাগে সত্ত্বনিধিঃ কুর্য্যান্ন প্রত্যুপকৃতিস্পৃহাম্।
কর্ণঃ কুণ্ডলদানেঽভূৎ কলুষঃ শক্তিযাচ্ঞয়া ॥১৯

নিতান্ত ক্লেশদশাতেও কদাপি ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে না। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মরক্ষার্থে চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

ধীমান্ ব্যক্তি সত্যব্রত ভঙ্গ করিয়া কোনও কার্য্য সম্পাদন করিবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার মাত্র মিথ্যা কথা বলায় নরকক্লেশ দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥১৪

সজ্জনের সহিতই সঙ্গ করিবে, নিষ্প্রয়োজন অসৎ সঙ্গ করিবে না। বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গ করিয়া বিপুল লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

পিতা ও মাতাকে ভক্তি দ্বারা তুষ্ট করিবে, কদাচ তাঁহাদিগকে কুপিত করিও না। নাগগণ মাতৃশাপ বশতঃ সর্পসত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

মহারাজ পুরু নিজ পিতা যযাতির জরা গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় যৌবন তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। এ কারণ যযাতি সন্তুষ্ট হইয়া (জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে উপেক্ষা পূর্ব্বক) কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকেই চক্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

নিজের সামর্থ্যের অনুরূপই দান করিবে। এরূপ দান করিবে না যাহাতে পরে অনুতাপ করিতে হয়। বলিরাজা দানশেষ শোধ করিবার জন্য আত্মাকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দান করিয়া কোন রূপ প্রত্যুপকারের অভিলাষ করিবে না। দাতাকর্ণ স্বীয় কুণ্ডল দান করিয়া পরে শক্তি অস্ত্র প্রার্থনা করায় কলুষিত হইয়াছিলেন। ১৯ ॥

ব্রাহ্মণান্নাবমন্যেত ব্রহ্মশাপো হি দুঃসহঃ।
তক্ষকাগ্নৌ ব্রহ্মশাপাৎ পরীক্ষিদগমৎ ক্ষয়ম্ ॥২০
দম্ভারম্ভোদ্ধতং ধর্ম্মং নাচরেদন্তনিষ্ফলং।
ব্রাহ্মণ্যদম্ভলব্ধাস্ত্রবিদ্যা কর্ণস্য নিষ্ফলা ॥২১
নাসেব্যসেবয়া দধ্যাদ্দৈবাধীনে ধনে ধিয়ম্।
ভীষ্মদ্রোণাদয়ো যাতাঃ ক্ষয়ং দুর্য্যোধনাশ্রয়াৎ ॥২২
পরপ্রাণপরিত্রাণপরঃ কারুণ্যবান্ ভবেৎ।
মাংসং কপোতরক্ষায়ৈ স্বং শ্যেনায় দদৌ শিবিঃ ॥২৩
অদ্বেষপেশলং কুর্য্যান্মনঃ কুসুমপেশলম্।
বভূব দ্বেষদোষেন দেবদানবসংক্ষয়ঃ ॥২৪
অবিস্মৃতোপকারঃ স্যান্ন কুর্ব্বীত কৃতঘ্নতাম্।
হত্বোপকারিণং বিপ্রো নাড়ীজঙ্ঘমধশ্চ্যুতঃ ॥২৫
স্ত্রীজিতো ন ভবেদ্ধীমান্ গাঢ়রাগবশীকৃতঃ।
পুত্রশোকাদ্দশরথো জীবং জায়াজিতোঽত্যজৎ ॥২৬

ব্রাহ্মণগণকে কদাচ অবমানিত করিবে না। ব্রহ্মশাপ বড়ই দুঃসহ। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ বশতঃ তক্ষক দংশনে বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

দম্ভ প্রকাশপূর্ব্বক উদ্ধতভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবে না। কারণ উহা পরিণামে নিষ্ফল হয়। কর্ণ ব্রাহ্মণ্যদম্ভ করায় যাহা কিছু অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, উহা নিষ্ফল হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

যেহেতু ধনাগম অদৃষ্টাধীন অতএব সেবার অযোগ্য ব্যক্তির সেবা দ্বারা ধনোপার্জ্জনের ইচ্ছা করিবে না। দেখ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দুর্য্যোধনের আশ্রয় লওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

পরের প্রাণরক্ষায় তৎপর ও করুণাসম্পন্ন হইবে। মহারাজ শিবি একটী কপোতের রক্ষার জন্য নিজ মাংস শ্যেনপক্ষীকে দিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

মনকে বিদ্বেষবর্জ্জিত ও কুসুমের ন্যায় কোমল করিবে। বিদ্বেষদোষবশতই দেব ও দানবগণের কত ক্ষয় হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

কদাচ উপকার বিস্মরণ করিবে না এবং কখনও কৃতঘ্নতা করিবে না। এক ব্রাহ্মণ উপকারী নাড়ীজঙ্ঘকে হত্যা করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঢ় অনুরাগের বশীভূত হইয়া কখনও স্ত্রীলোকের অধীন হইবে না। মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অধীন হইয়াই পুত্রবিরহশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

ন স্বয়ং সংস্তুতিপদৈর্গ্লানিং গুণগণং নয়েৎ।
স্বগুণস্তুতিবাদেন যযাতিরপতদ্দিবঃ ॥২৭
ত্যজেন্মৃগয়াব্যসনং হিংসায়াসমলীমসম্।
মৃগয়ারসিকঃ পাণ্ডুঃ শাপেন তনুমত্যজৎ ॥২৮
ক্ষিপেদ্বাক্যশরাং স্তীক্ষ্ণান্ন পারুষ্যব্যপপ্লুতান্।
বাক্পারুষ্যরুষা চক্রে ভীমঃ কুরুকুলক্ষয়ম্ ॥২৯
পরেষাং ক্লেশদং কুর্য্যান্ন পৈশুন্যং প্রভুপ্রিয়ম্।
পৈশুন্যেন গতৌ রাহোশ্চন্দ্রার্কৌ ভক্ষণীয়তাম্ ॥৩০
কুর্য্যাজ্জীবজনাভ্যস্তাং ন যাচ্ঞাং মানহারিণীম্।
বলিযাচ্ঞাপরঃ প্রাপ লাঘবং পুরুষোত্তমঃ ॥৩১
ন জাতূল্লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম মর্ম্মবিদারণম্।
চিচ্ছেদ বদনং শম্ভুর্ব্রহ্মণো বেদবাদিনঃ ॥৩২
ন বন্ধুসম্বন্ধিজনং দূষয়েন্ন তু বর্জয়েৎ।
দক্ষযজ্ঞক্ষয়ায়াভূৎ ত্রিনেত্রস্য বিমাননা ॥৩৩

নিজ মুখে প্রশংসাবাদ দ্বারা কদাপি নিজগুণ মলিন করিবে না। যযাতি নিজগুণস্তুতি করিয়া স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

হিংসা ও শ্রমাধিক্যহেতু নিন্দনীয় মৃগয়ায় আসক্তি ত্যাগ করিবে। মৃগয়াপরায়ণ মহারাজ পাণ্ডু শাপবশতঃ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

কঠোরতা প্রকাশপূর্ব্বক কদাচ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ক্ষেপণ করিবে না। কঠোরবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়াই ভীমসেন কুরুকুলের ক্ষয় করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত পরের ক্লেশপ্রদ কোনরূপ খলতা করিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্য খলতাবশতই রাহুর ভক্ষণীয় হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

সাধারণ জীবের অভ্যস্ত মাননাশক যাচ্ঞা কখনও করিবে না। স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তমও বলির নিকট যাচ্ঞা করিতে গিয়া লঘুতা আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বামনরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

কদাপি মানিলোককে উল্লঙ্ঘন কবিবেনা বা মর্ম্মস্পর্শী কর্ম্ম করিবে না। এই জন্যই মহাদেব বেদবাদী ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বন্ধু বা সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিকে কদাপি দোষারোপ করিবে না বা ত্যাগ করিবে না। মহাদেবের অপমান করাতেই দক্ষযজ্ঞের নাশ হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

ন বিবাদমদান্ধঃ স্যান্ন পরেষামমর্ষণঃ।
বাক্‌পারুষ্যাচ্ছিরশ্ছিন্নং শিশুপালস্য শৌরিণা ॥৩৪
গুণস্তবেন কুর্ব্বীত মহতাং মানবর্দ্ধনম্।
হনূমানভবৎ স্তুত্যা রামকার্য্যভরক্ষমঃ ॥৩৫
গুণেষ্বেবাদরং কুর্য্যান্ন জাতৌ জাতু তত্ত্ববিৎ।
দ্রৌণির্দ্বিজোঽভবচ্ছূদ্রঃ শূদ্রশ্চ বিদুরঃ ক্ষমী ॥৩৬
নাত্যর্থমর্থার্থনয়া ধীমানুদ্বেজয়েজ্জনম্।
অব্ধি র্দত্তাশ্বরত্নশ্রী র্মথ্যমানোঽসৃজদ্বিষম্ ॥৩৭
বক্রৈঃ ক্রূরতরৈ র্লুব্ধৈ র্ন কুর্য্যাৎ প্রীতিসঙ্গতিম্।
বশিষ্ঠস্যাহরদ্ধেনুং বিশ্বামিত্রো নিমন্ত্রিতঃ ॥৩৮
তীব্রে তপসি লীনানামিন্দ্রিয়াণাং ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বামিত্রোঽপি সোৎকণ্ঠঃ কণ্ঠে জগ্রাহ মেনকাম্ ॥৩৯
কুর্য্যাদ্বিয়োগদুঃখেষু ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য দীনতাম্।
অশ্বত্থামবধং শ্রুত্বা দ্রোণো গতধৃতির্হতঃ ॥৪০

বিবাদে মত্ত হইয়া পরের প্রতি ক্রোধপরায়ণ হইবে না। কঠোর বাক্য প্রয়োগ করার জন্যই শিশুপালের মস্তক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

গুণের প্রশংসা দ্বারা মহতের মান বর্দ্ধন করিবে। মহাবীর হনুমান্ কেবল প্রশংসা-বাদেই তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুণ দেখিয়াই আদর করিবে। কদাপি জাতির আদর করিবে না। দ্রোণপুত্র দ্বিজ হইয়াও শূদ্র হইয়াছিলেন ও বিদুর শূদ্র হইয়াও ক্ষমাগুণসম্পন্ন ছিলেন ॥৩৬॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থ প্রার্থনার নিমিত্ত লোককে বেশী উত্যক্ত করিবে না। সমুদ্র, মন্থনকালে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, নানাবিধ রত্ন ও লক্ষ্মীকে দিয়াও পুনরায় মথ্যমান হইলে কালকূট বিষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বক্র, ক্রূর ও লুব্ধ ব্যক্তির সহিত সম্প্রীতি বা সঙ্গ করিবে না। রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই (প্রাণাধিক প্রিয়) ধেনুটী হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

তীব্রতপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বামিত্র (উগ্র তপস্যায় রত থাকিয়াও) উৎকণ্ঠার সহিত মেনকার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

বিয়োগদুঃখকালে দৈন্য ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। দ্রোণাচার্য্য (তদীয় পুত্র) অশ্বত্থামার বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যহীন হওয়ায় হত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

ন ক্রোধযাতুধানস্য ধীমানিচ্ছেদধীনতাম্।
পপৌ রাক্ষসবদ্ভীমঃ ক্ষতজং রিপুবক্ষসঃ ॥৪১

প্রভুপ্রসাদে নো দদ্যাৎ স্ববিনাশাস্পদে মতিম্।
স্বক্ষয়ায়োদ্ধতং যুদ্ধং বাণস্ত্র্যক্ষমযাচত ॥৪২

বিদ্যোদ্যোগী গতোদ্বেগঃ সেবয়া তোষয়েদ্‌গুরুম্।
গুরুসেবাপরঃ সেহে কায়ক্লেশদশাং কচঃ ॥৪৩

ভক্তং শক্তং হিতং রক্তং নির্দোষং ন পরিত্যজেৎ।
রামস্ত্যক্ত্বা সতীং সীতাং শোকশল্যাতুরোঽভবৎ ॥৪৪

রক্ষেৎ খ্যাতিং গুণস্মৃত্যা যশঃকায়স্য জীবিনীম্।
চ্যুতঃ স্মৃতো জনৈঃ স্বর্গমিন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনর্গতঃ ॥৪৫

ন কদর্য্যতয়া রক্ষেল্লক্ষ্মীং ক্ষিপ্রপলায়িনীম্।
যুক্ত্যা ব্যাড়ীন্দ্রদত্তাভ্যাং হৃতা শ্রীর্নন্দভূভৃতঃ ॥৪৬

শক্তিক্ষয়ে ক্ষমাং কুর্য্যাৎ নাশক্তঃ শক্তমাক্ষিপেৎ।
কার্ত্তবীর্য্যঃ সসংরম্ভং ববন্ধ দশকন্ধরম্ ॥৪৭

ধীমান্ ব্যক্তি কদাচ ক্রোধরাক্ষসের অধীনতা ইচ্ছা করিবে না। ভীমসেন (ক্রোধের অধীন হইয়াই) রাক্ষসের ন্যায় শত্রুর বক্ষঃস্থল হইতে রক্ত পান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

যাহাতে নিজের বিনাশ হইতে পারে এরূপ প্রভুপ্রসাদের ইচ্ছা করিবে না। বাণাসুর মহাদেবের নিকট নিজের ক্ষয়সাধক উদ্ধত যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিদ্যোদ্যোগী ব্যক্তি নিরুদ্বেগ হইয়া সেবা দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করিবে। গুরু সেবা-পরায়ণ কচ (গুরু কার্য্যের নিমিত্ত) কত কায়ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

ভক্ত, সমর্থ, হিতকারী ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিবে না। মহা-রাজ রামচন্দ্র সাধ্বী সীতাদেবীকে ত্যাগ করিয়া কতদূর শোকাতুর হইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

গুণের স্মরণ করিয়া কীর্ত্তিশরীরের জীবনীশক্তিস্বরূপ খ্যাতিকে রক্ষা করিবে। মহা-রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়াও লোকে তাঁহার গুণ স্মরণ করায়, পুনর্ব্বার স্বর্গে গিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

এরূপ কদর্য্যভাবে লক্ষ্মীকে রক্ষা করিবে না যাহাতে লক্ষ্মী সত্বর পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত যুক্তি করিয়া নন্দ রাজার সম্পত্তি হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

শক্তিক্ষয় হইলে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। অশক্ত ব্যক্তি শক্তিশালীকে আক্রমণ করিবে না। রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট দর্প প্রকাশ করায় তৎকর্ত্তৃক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥

বেশ্যাবচসি বিশ্বাসী ন ভবেন্নিত্যকৈতবে।
ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি নিঃসঙ্গঃ শৃঙ্গারী বেশ্যয়া কৃতঃ ॥৪৮
অল্পমপ্যবমন্যেত ন শক্রং বলদর্পিতঃ।
রামেণ রামঃ শিশুনা ব্রাহ্মণ্যদয়য়োজ্ঝিতঃ ॥৪৯
হিংসাক্রূরতরাচারো ন গচ্ছেদ্বিশ্বশত্রুতাম্।
জগদ্বৈরী জরাসন্ধঃ পাণ্ডবেন দ্বিধাকৃতঃ ॥৫০
ঔচিত্যপ্রচ্যুতাচারো যুক্ত্যা স্বার্থং ন সাধয়েৎ।
ব্যাজবালিবধেনৈব যুক্ত্যা কীর্ত্তিঃ কলঙ্কিতা ॥৫১
বর্জ্জয়েদিন্দ্রিয়জয়ী বিজনে জননীমপি।
পুত্রীকৃতোঽপি প্রদ্যুম্নঃ কামিতঃ শ্বশুরস্ত্রিয়া ॥৫২
ন তীব্রতপসাং কুর্য্যাদ্ ধৈর্য্যবিপ্লবচাপলম্।
নেত্রাগ্নিশলভীভাবং ভবোঽনৈষীন্মনোভবম্ ॥৫৩
ন নিত্যকলহাক্রান্তে সক্তিং কুর্ব্বীত কৈতবে।
রুক্মী হলকষাঘাতৈর্দ্যূতে হলভৃতা হতঃ ॥৫৪

সতত প্রবঞ্চনাময় বেশ্যাবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। সঙ্গবর্জিত (ঋষিকুমার) ঋষ্যশৃঙ্গও বেশ্যা কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া শৃঙ্গারাসক্ত হইয়াছিলেন। ৪৮॥

বলদর্পিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করিবে না। শিশু রামচন্দ্র মহাবীর পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া পরে ব্রাহ্মণ বিবেচনায় ত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ৪৯॥

হিংসা ও ক্রূরতর আচরণ দ্বারা জগজ্জনের শত্রু হইবে না। জরাসন্ধ জগদ্বৈরী হওয়ায় পাণ্ডব কর্তৃক দ্বিধাকৃত হইয়াছিলেন॥ ৫০॥

উচিত আচরণ পরিত্যাগ করতঃ কাহারও সহিত যোগ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে না। ছলনাপূর্ব্বক বালিকে বধ করার জন্য (নিষ্কলঙ্ক) রামচন্দ্রের কীর্ত্তি কলঙ্কিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তি এমন কি জননীর সহিতও নির্জ্জনে বাস করিবে না। প্রদ্যুম্ন জামাতা হইলেও তদীয় শ্বশ্রূ তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন॥ ৫২॥

উগ্রতপোনিষ্ঠ জনের ধৈর্য্যনাশক চপলতা প্রকাশ করিবে না। কামদেব চপলতা করার জন্যই মহাদেবের ললাটনেত্রের অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। ৫৩॥

দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত হইবে না। ইহাতে সততই কলহ হওয়া সম্ভব। মহারাজ রুক্মী দ্যূতকালে হলধর কর্তৃক হলাঘাতে হত হইয়াছিলেন॥ ৫৪॥

প্রভুপ্রসাদে সত্যাশাং ন কুর্য্যাৎ স্বপ্নসন্নিভে।
নন্দেন মন্ত্রী নিহতঃ শকটালো রসাতলে ॥৫৫
ন লোকায়তবাদেন নাস্তিকত্বেঽর্পয়েদ্ধিয়ম্।
হরির্হিরণ্যকশিপুং জঘান স্তম্ভনির্গতঃ ॥৫৬
অত্যুন্নতপদারূঢ়ঃ পূজ্যান্নৈবাবমানয়েৎ।
নহুষঃ শক্রতামেত্য চ্যুতোঽগস্ত্যাবমানকৃৎ ॥৫৭
সন্ধিং বিধায় রিপুণা ন নিঃশঙ্কঃ সুখী ভবেৎ।
সন্ধিং কৃত্বাবধীদিন্দ্রো বৃত্রং নিঃশঙ্কমানসম্ ॥৫৮
হিতোপদেশং শ্রুত্বা তু কুর্ব্বীত চ যথোচিতম্।
বিদুরোক্তমকৃত্বা তু শোচ্যোঽভূৎ কৌরবেশ্বরঃ ॥৫৯
বহ্বশনাদিলোভেন রোগী মন্দরুচির্ভবেৎ।
প্রভূতাজ্যভুজো জাড্যং দহনস্যাপি জায়তে ॥৬০
যত্নেন শোষয়েদ্দোষান্ন তু তীব্রব্রতৈস্তনুম্।
উপমা কুম্ভকর্ণোঽভূন্নিত্যনিদ্রাবিচেতনঃ ॥৬১

প্রভুর প্রসন্নতা স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা জানিবে; উহা কখনও সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবে না। মন্ত্রী শকটাল রসাতলে রাজা নন্দ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

লোকায়তবাদ দ্বারা (অর্থাৎ লোকে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ছাড়া আর কিছু স্বীকার না করিয়া) নাস্তিকভাবে বুদ্ধি স্থাপিত করিবে না। ভগবান (নৃসিংহ মূর্ত্তি) হরি স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

অতি উন্নত পদ লাভ করিলেও মাননীয় জনে অবমাননা করিবে না। মহারাজ নহুষ দেবরাজপদ পাইয়াও মহর্ষি অগস্ত্যের অবমাননা করায় স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া নিঃশঙ্ক বা সুখী হইবে না। ইন্দ্র বৃত্রের সহিত সন্ধি করিয়া পরে নিঃশঙ্কমনাঃ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

হিতকর উপদেশ শ্রবণ করিয়া যথোচিত কার্য্য করিবে। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

লোভবশতঃ বহু ভোজন করিলে রোগী ও মন্দরুচি হইতে হয়। প্রভূত ঘৃতভোজী অগ্নিরও জড়তা হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

যত্ন পূর্ব্বক শরীরস্থ দোষের শোষণ করিবে। কঠোর ব্রত দ্বারা শরীর শোষণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে কুম্ভকর্ণ দৃষ্টান্ত; তিনি সর্ব্বদাই নিদ্রায় বিচেতন থাকিতেন ॥ ৬১ ॥

স্থিরতাশাং ন বধ্নীয়াদ্ ভুবি ভাবেষু ভাবিষু।
রামো রঘুঃ শিবিঃ পাণ্ডুঃ ক গতাস্তে নরাধিপাঃ ॥৬২
বিড়ম্বয়েন্ন বৃদ্ধানাং বাক্যং কর্ম্ম বপুর্মুনেঃ।
শ্রীসুতঃ প্রাপ বৈরূপ্যং বিড়ম্বিততনুর্মুনেঃ ॥৬৩
নোপদেশমভব্যানাং মিথ্যা কুর্য্যাৎ প্রমাদিনাম্।
শুক্রষাড্গুণ্যযুক্তাপি প্রক্ষীণা দৈত্যসন্ততিঃ ॥৬৪
ন তীব্রদীর্ঘবৈরাণাং মন্যুং মনসি রোপয়েৎ।
কোপেনাপাতয়ন্নন্দং চাণক্যঃ সপ্তভির্দিনৈঃ ॥৬৫
ন সতীনাং তপোদীপ্তং কোপয়েৎ কোপপাবকম্।
বধায় দশকণ্ঠস্য বেদবত্যত্যজৎ তনুম্ ॥৬৬
গুরুমারাধয়েদ্ ভক্ত্যা বিদ্যাবিনয়সাধনম্।
রামায় প্রদদৌ তুষ্টো বিশ্বামিত্রোঽস্ত্রমণ্ডলম্ ॥৬৭
সত্যদেয়ং স্বয়ং দদ্যাদ্ যং বলাদ্দাপয়েন্নরঃ।
দ্রুপদোপদ্রবী রাজ্যং দ্রোণেনাক্রম্য দাপিতঃ ॥৬৮

ইহ জগতে ভবিষ্যৎ কোন বিষয়েই স্থিরতার আশা করিবে না। রাম, রঘু, শিবি ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিখ্যাত রাজগণ কোথায় গিয়াছেন কিছুই স্থির নাই ॥ ৬২ ॥

বৃদ্ধ লোক বা কোনও মুনির বাক্য, কর্ম্ম বা দেহের বিড়ম্বনা (অর্থাৎ তাহার অনুকরণ) করিয়া পরিহাস করিবে না। লক্ষ্মীর পুত্র মুনির দেহের বিড়ম্বনা করায় বিরূপরূপ হইয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

প্রমাদবান্ অভব্যদিগকে বৃথা উপদেশ করিবে না। ষড়্গুণনীতিসম্পন্ন শুক্রাচার্য্য মন্ত্রী থাকিতেও দৈত্যবংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৪ ॥

লোকের মনে এরূপ ক্রোধ উৎপাদিত করিবে না যাহা তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় মহামতি চাণক্য সাত দিনের মধ্যেই নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

সতী নারীগণের তপঃপ্রদীপ্ত কোপাগ্নি উদ্দীপিত করিবে না। বেদবতী দশানন রাবণের বধের নিমিত্ত নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিদ্যা ও বিনয়ের সাধন শিক্ষাদাতা গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

যাহা লোকে বলপূর্ব্বক দিতে বাধ্য করে, ঈদৃশ যথার্থ দেয় বস্তু স্বয়ং দেওয়াই উচিত উপদ্রবকারী দ্রুপদরাজা দ্রোণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬৮

সাধয়েদ্ধর্ম্মকামার্থান্ পরস্পরমবাধকান্ ।
ত্রিবর্গসাধনা ভূপা বভূবুঃ সগরাদয়ঃ ॥৬৯

স্বকুলান্ন্যনতামিচ্ছেত্তুল্যঃ স্যাদথবাধিকঃ ।
সোৎকর্ষে রঘুবংশেঽপি রামোঽভূৎ স্বকুলাধিপঃ ॥৭০

কুর্য্যাত্তীর্থাম্বুভিঃ পূতমাত্মানং সততোজ্জ্বলম্ ।
লোমশাদিষ্টতীর্থেভ্যঃ প্রাপুঃ পার্থাঃ কৃতার্থতাম্ ॥৭১

আপৎকালোপযুক্তাসু কলাসু স্যাৎ কৃতশ্রমঃ ।
নৃত্যবৃত্তির্বিরাটস্য কিরীটী ভবনেঽভবৎ ॥৭২

অরাগভোগসুভগঃ স্যাৎ প্রসক্তো বিরক্তধীঃ ।
রাজ্যে জনকরাজোঽভূন্নির্লেপোঽম্ভসি পদ্মবৎ ॥৭৩

ন শিষ্যসেবয়া লাভলোভেন স্যাদ্ গুরুর্লঘুঃ ।
গুরুর্যস্তু যাচ্ঞাভি র্লজ্জাং লেভে বৃহস্পতিঃ ॥৭৪

নষ্টশীলাং ত্যজেন্নারীং রাগবৃদ্ধিবিধায়িনীম্ ।
চন্দ্রোচ্ছিষ্টাধিকপ্রীত্যৈ পত্নী নিন্দ্যাপ্যভূদ্‌গুরোঃ ॥৭৫

পরস্পর বাধা না হয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সাধন করিবে। সগরাদি বিখ্যাত রাজগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

নিজ বংশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে ইচ্ছুক হইবে। অন্ততঃ সমান থাকাও চাই, কদাপি হীন হইবে না। রঘুবংশের মধ্যে সকলেই উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাহাতেও রামচন্দ্র নিজ বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

আত্মাকে তীর্থবারি দ্বারা পূত ও সতত উজ্জ্বল করিবে। পাণ্ডবগণ তীর্থস্থল হইতেই লোমশমুনির নিকট কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

আপৎকালের উপযুক্ত কলাবিদ্যায় শ্রম করিবে। অর্জ্জুন বিরাটরাজের গৃহে নৃত্য-বিদ্যার শিক্ষক হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া বৈরাগ্য বুদ্ধি সহকারে সংসারে ভোগ করিবে। রাজর্ষি জনক রাজকার্য্যে থাকিয়াও জলে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত ছিলেন ॥ ৭৩ ॥

গুরু লাভলোভে শিষ্য সেবা দ্বারা লঘু হইবে না। গুরু বৃহস্পতি (তদীয় শিষ্য) যজ্ঞের নিকট যাচ্ঞা করিয়া লজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

নষ্টস্বভাবা নারীকে পরিত্যাগ করিবে। কারণ উহাকে গৃহে রাখিলে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চন্দ্রের উচ্ছিষ্ট বৃহস্পতিপত্নী তারা নিন্দনীয় হইলেও বৃহস্পতির অধিকতর প্রীতিপাত্রী ছিলেন ॥ ৭৫ ॥

ন গীতবাদ্যাভিরতো বিলাসব্যসনী ভবেৎ।
বীণাবিনোদব্যসনী বর্ম্মেশঃ শত্রুণা হতঃ ॥৭৬
উদ্বেজয়েন্ন তৈক্ষ্ন্যেন রামাঃ কুসুমকোমলাঃ।
ভানুর্ভার্য্যাভয়োচ্ছিত্ত্যৈ তেজো নিজমশাতয়ৎ ॥৭৭
পদ্মবন্ন নয়েৎ কোশং ধূর্ত্তভ্রমরভোজ্যতাং
সুরৈঃ শক্রেণ নীতার্থঃ শ্রীহীনোঽভূৎ পুরাম্বুধিঃ ॥৭৮
নোপদেশামৃতং প্রাপ্তং ভগ্নকুম্ভনিভস্তজেৎ।
পার্থো বিস্মৃতগীতার্থঃ সাসূয়ঃ কলহেঽভবৎ ॥৭৯
ন পুত্রায়ত্তমৈশ্বর্য্যং কার্যমার্য্যৈঃ কথঞ্চন।
পুত্রার্পিতপ্রভুত্বোঽভূদ্ধৃতরাষ্ট্রস্তৃণোপমঃ ॥৮০
ন শত্রুপোমদূষ্যাণাং স্কন্ধে কার্য্যং সমর্পয়েৎ।
নিষ্প্রতাপোঽভবৎ কর্ণঃ শল্যতেজোবধাহিতঃ ॥৮১
ন লব্ধপ্রভুসম্মানে ফলক্লেশং সমাশ্রয়েৎ।
ঈশ্বরেণ ধৃতো মূর্দ্ধ্নি ক্ষীণ এব ক্ষপাপতিঃ ॥৮২

গীতবাদ্যাদি নিরত ও বিলাসাসক্ত হইবে না। বর্ম্মেশ বীণাবিনোদনাসক্ত ছিলেন বলিয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন ॥ ৭৬ ॥

কুসুমের ন্যায় কোমল স্বভাব নারীগণকে তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করিয়া উদ্বেজিত করিবে না। ভানু ভার্য্যার ভয়োচ্ছেদের জন্য নিজ তেজ কম করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

পদ্ম যেমন নিজ কোশস্থ মধু ভ্রমরের ভোগ্য করে, মনুষ্য তদ্রূপ নিজ কোশ অর্থাৎ ধনাগার ধূর্ত্তের ভোগ্য করিবে না। পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র ও অপর দেবগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রের ধনাগার লুণ্ঠিত হওয়ায় তিনিও শ্রীহীন, অর্থাৎ লক্ষ্মী ছাড়া, হইয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

ভগ্নকুম্ভ যেরূপ নিজের অভ্যন্তরস্থ জল পরিত্যাগ করে, মনুষ্যের সেরূপ প্রাপ্ত উপদেশামৃত ত্যাগ করা উচিত নহে। পৃথানন্দন অর্জ্জুন ভগবানের উপদেশ গীতার অর্থ বিস্মৃত হইয়া অসূয়াপূর্ব্বক কলহে রত হইয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

মান্য ব্যক্তি কখনও নিজের ঐশ্বর্য্য পুত্রের আয়ত্ত করিবে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্য পুত্রের আয়ত্ত করায় তৃণবৎ অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

শত্রুর দোষে দূষণীয় ব্যক্তির স্কন্ধে কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিবে না। কর্ণ শল্যের তেজ নাশের নিমিত্ত উদ্যম করিয়া নিষ্প্রতাপ হইয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

প্রভুর নিকট লব্ধ সম্মানের ফল আলোচনা করিয়া ক্লেশ বোধ করিবে না। চন্দ্র মহাদেব কর্ত্তৃক মস্তকে ধৃত হইয়া ক্ষীণই হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং ন ত্যজেৎ সাধুসেবিতম্।
দৈত্যানাং শ্রীবিয়োগোঽভূৎ সত্যধর্ম্মচ্যুতাত্মনাম্ ॥৮৩

শ্রিয়ঃ কুর্য্যাৎ পলায়িন্যা বন্ধায় গুণসংগ্রহম্।
দৈত্যাং স্ত্যক্ত্বা শ্রিতা দেবা নির্গুণান্ সগুণাঃ শ্রিয়া ॥৮৪

পদাগ্নিং গাং গুরুং দেবং নচোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেদ্ঘৃতম্।
দানবানাং বিনষ্টা শ্রীরুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টসর্পিষাম্ ॥৮৫

প্রতিলোমবিবাহেষু ন কুর্য্যাদুন্নতিস্পৃহাম্।
যযাতিঃ শুক্রকন্যায়াং সস্পৃহো ম্লেচ্ছতাং গতঃ ॥৮৬

রূপার্থকুলবিদ্যাদিহীনে নোপহসেন্নরম্।
হনন্তমশপন্নন্দী রাবণং বানরা নরাঃ ॥৮৭

বন্ধূনাং বারয়েদ্বৈরং নৈকপক্ষাশ্রয়ো ভবেৎ।
কুরুপাণ্ডবসংগ্রামে যুযুধে ন হলায়ুধঃ ॥৮৮

পরোপকারং সংসারসারং কুর্ব্বীত সত্ত্ববান্।
নিদধে ভগবান্ বুদ্ধঃ সর্ব্বসত্ত্বোদ্ধৃতৌ ধিয়ম্ ॥৮৯

সাধুজনের অনুমোদিত শ্রুতি স্মৃতিবিহিত আচার ত্যাগ করিবে না। দৈত্যগণ সত্য ও ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হওয়ায় শ্রীহীন হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

পলায়নস্বভাবা লক্ষ্মীর বন্ধনের জন্য গুণ সংগ্রহ করিবে। লক্ষ্মী নির্গুণ দৈত্যগণকে ত্যাগ করিয়া গুণবান দেবতাগণকেই আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

অগ্নি, গাভী, গুরু ও দেবতাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ঘৃত স্পর্শ করিবে না। দানবগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ঘৃত স্পর্শ করায় হতশ্রী হইয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

প্রতিলোমবিবাহে (অর্থাৎ নীচজাতীয় পুরুষ উচ্চ জাতির কন্যাকে বিবাহ করায়) উন্নতির আশা নাই। মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

রূপহীন, অর্থহীন, কুলহীন ও বিদ্যাদিবিহীন ব্যক্তিকে উপহাস করিবে না। রাবণ নন্দী, বানরগণ ও নরগণকে উপহাস করায় উহারা রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮৭ ॥

বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা নিবারণ করিতেই চেষ্টা করিবে। উভয় পক্ষের কোন পক্ষই আশ্রয় করা উচিত নহে। হলধর কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের কোন পক্ষেই যুদ্ধ করেন নাই ॥ ৮৮ ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তি পরোপকারই সংসারের সার জ্ঞান করিবে। ভগবান্ বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রাণীর উদ্ধারের জন্য বহু চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥

বিভৃয়াদ্বন্ধুমধনং মিত্রং ত্রায়েত দুর্গতম্ ।
বন্ধুমিত্রোপজীব্যোঽভূদর্থিকল্পতরুর্ব্বলিঃ ॥৯০
ন কুর্য্যাদভিচারোগ্রবধ্যাদিকুহকাঃ ক্রিয়াঃ ।
লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিৎ কৃত্যাভিচারময়ো হতঃ ॥৯১
ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ স্যাদ্বানপ্রস্থো যতিঃ ক্রমাৎ ।
আশ্রমাদাশ্রমং যাতা যযাতিপ্রমুখা নৃপাঃ ॥৯২
কুর্য্যাদ্ব্যয়ং সহস্রেণ প্রভূতধনসম্পদাম্ ।
অগস্ত্যগ্রস্তবাতাপিকোশস্যান্যৈঃ কৃতো ব্যয়ঃ ॥৯৩
জন্মাবধি ন তৎকুর্য্যাদন্তে সন্তাপকারি যৎ ।
সস্মারৈকশিরঃশেষঃ সীতাক্লেশং দশাননঃ ॥৯৪
জরাশুভ্রেষু কেশেষু তপোবনরুচির্ভবেৎ ।
অন্তে বনং যযুর্বীরাঃ কুরুপূর্ব্বা মহীভুজঃ ॥৯৫
পুনর্জন্মজরাচ্ছেদকোবিদঃ স্যাদ্বয়ঃক্ষয়ে ।
বিদুরেণ পুনর্জন্মবীজং জ্ঞানানলে হুতম্ ॥৯৬

নির্ধন বন্ধুগণের ভরণ পোষণ করিবে ও দরিদ্র মিত্রকে রক্ষা করিবে। অর্থিগণের কল্পতরুস্বরূপ বলিরাজা বন্ধু ও মিত্রগণের উপজীব্য ছিলেন॥ ৯০

অভিচার (অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি) উগ্র বধোপযিক কার্য্য ও কুহক কার্য্য করিবে না। লক্ষ্মণ কুহকাদি-অভিচার-পরায়ণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন । ৯১

যথাক্রমে অগ্রে ব্রহ্মচারী তৎপরে গৃহস্থ, তৎপরে বাণপ্রস্থ ও শেষে যতি হইবে। যযাতি প্রভৃতি রাজগণ এইরূপেই আশ্রমের পর আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

প্রভূত পরিমাণে ধনসম্পদের ব্যয় করিবে। বাতাপি প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া অগস্ত্য-মুনির গ্রাসে ভস্মীভূত হন ও তদীয় ধন সম্পদ অন্য লোক ব্যয় করিয়াছিল ॥ ৯৩ ॥

যাহা পরে সন্তাপকারী এরূপ কার্য্য জনমেও করিবে না। রাবণ একটী মস্তক অবশিষ্ট থাকা কাল পর্য্যন্ত সীতাদেবীর ক্লেশ স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৪ ॥

জরাদ্বারা কেশ শুভ্রবর্ণ হইলে তপোবন বাসে অভিলাষী হইবে। কুরু প্রভৃতি রাজগণ অন্তে বনবাসী হইয়াছিলেন ॥৯৫

বৃদ্ধাবস্থায় পুনর্জন্ম ও জরার উচ্ছেদ সাধনের উপায় বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবে। বিদুর পুনর্জন্মের বীজ জ্ঞানানলে আহুতি দিয়াছিলেন ॥ ৯৬

পরমাত্মানমন্তেঽন্তর্জ্যোতিঃ পশ্যেৎ সনাতনম্ ।
তত্ত্বাপ্তা যোগিনো যাতাঃ শুকশান্তনবাদয়ঃ ॥৯৭
প্রাপ্তাবধিরজীবোঽপি জীবেৎ সুকৃতসন্ততিঃ ।
জীবন্ত্যদ্যাপি মান্ধাতৃমুখ্যাঃ কায়ৈর্যশোময়ৈঃ ॥৯৮
অন্তে সন্তোষদং বিষ্ণুং স্মরেদ্ধন্তারমাপদাম্ ।
শরতল্পগতো ভীষ্মঃ সস্মার গরুড়ধ্বজম্ ॥৯৯
শ্রব্যা শ্রীব্যাসদাসেন সমাসেন সতাংমতা ।
ক্ষেমেন্দ্রেণ বিবার্য্যেয়ং চারুচর্য্যা প্রকাশিতা ॥১০০

ইতি চারুচর্য্যা সমাপ্তা ॥ ০

অন্তকালে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন পরমাত্মাকে অন্তরে দেখিবে। শুক শান্তনব প্রভৃতি যোগীগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়া গত হইয়াছেন ॥ ৯৭

পুণ্যানুষ্ঠান কারী ব্যক্তি কাল সমাগত হইলে মৃত হইলেও জীবিতের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন। মান্ধাতৃ প্রভৃতি রাজাগণ অদ্যাপি যশোময় দেহ আশ্রয় করিয়া জীবিতের ন্যায় বিদ্যমান আছেন ॥ ৯৮ ॥

অন্তকালে সমস্ত আপদের হন্তা ও সন্তোষপ্রদ ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৯ ॥

ব্যাসদাসোপনামক ক্ষেমেন্দ্র সজ্জনের সম্মত চারুচর্য্যা (অর্থাৎ সদাচরণ) সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিলেন ইহা সজ্জনের শ্রবণ করা বিধেয় ॥ ১০০ ॥

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-পদ্ধতি

শ্রাদ্ধের সত্য অর্থ ও অধিকার।

প্রণাম।

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে. যিনি এই বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে ও যিনি বনস্পতিতে বিরাজমান সেই দেবতাকে বারম্বার প্রণাম করি।

এই সংসারকে মানুষ কি চক্ষে দেখে, তাহার উপরে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক অনুষ্ঠানের মর্ম্ম ও সার্থকতা নির্ভর করে। এই সংসারকে যাহারা একান্ত অনিত্য বলিয়া ভাবে, এই সংসারের বিবিধ সম্বন্ধ সকল যাহাদের চক্ষে কেবল মায়ার খেলা মাত্র, এসকলের পারমার্থিক সত্যে যাহারা বিশ্বাস করে না, এসকল পারলৌকিক অনুষ্ঠানকে তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কেবলমাত্র আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলেও, শ্রাদ্ধাদি সত্য হয় না। মরণান্তে সংসারের সম্বন্ধ সকল বজায় থাকে, না থাকে না? মৃত্যুর পরপারে যাইয়া জীব সংসারের স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, না এসকল বন্ধন সেখানেও থাকে? কিছুদিনের জন্য থাকে, না নিত্যকাল থাকে? এই সকল প্রশ্নের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এ সংসারকে যাহারা মায়িক বলিয়া ভাবে, এসকল সম্বন্ধ অবিদ্যার সৃষ্টি, আর এই অবিদ্যা বহুদিন ধরিয়া জীবকে অধিকার করিয়া থাকিলেও পরিণামে এই অবিদ্যার বিনাশ করিয়াই জীব মোক্ষ-লাভ করে, এই যাহাদের বিশ্বাস; মৃত ব্যক্তির এই অবিদ্যা-বন্ধন-মোচন করিবার জন্য তাহারা তাহার শ্রাদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সে শ্রাদ্ধ

প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের মতন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার হইয়া রহে। বাজীকর যেমন শূন্য হইতে বস্তু প্রস্তুত করিয়া দেখায়, আকাশে হাত পাতিয়া অঞ্জলিপূরিয়া টাকা বাহির করে, অথবা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রাচীনকালে লোকে যেমন রোগ আরোগ্য করিত বলিয়া শোনা যায়, কিম্বা মন্ত্রবলে, মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্মসাধনের কথা যাহা আছে, শ্রাদ্ধও এইরূপ একটা অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। কোনও মন্ত্রাদি উচ্চারণে কিম্বা কোনও ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানে, কোনও প্রত্যক্ষ বা বোধগম্য উপায়-উদ্দেশ্যের কিম্বা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ফল উৎপাদন করাকেই আমরা ইন্দ্রজাল বলি। আমাদের দেশের প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়াতে এরূপ বহুবিধ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে। পূরকপিণ্ডাদি দানে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক অভাব পূরণ হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রজাল। এখানে পিণ্ডদান করিয়া, 'ভো! পিণ্ড গয়ায়াং ব্রজ' বলিবামাত্রই এই পিণ্ড বা তাহার অদৃশ্য সারভাগ বা এই ক্রিয়ার ফল গয়াতে যাইয়া ফলিবে, ইন্দ্রজাল ব্যতীত আর কোনও প্রকারে ইহা সম্ভব হয় না। দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে তিলাঞ্জলি দান করিলে, সেই অঞ্জলি পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হইবেন বা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অথবা এখানে বৃষোৎসর্গ করিলে সেই ক্রিয়ার ফলে প্রেত ব্যক্তি সংসারসাগব উত্তীর্ণ হইযা স্বর্গলোকে গমন করিবেন, ইহা সত্য বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারাও ইহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া মানিতে বাধ্য হইবেন। ইন্দ্রজাল সত্য হইতে পারে, না পারে না; সে প্রশ্ন এখানে উঠে না। সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু ইন্দ্রজাল সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে যে বিস্তর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সকলই এরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ছিল। যথাবিধি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি করিলে, সেই সকল মন্ত্রের ও ক্রিয়ার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ইহলোকে বা পরলোকে

নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, যাজ্ঞিকেরা ইহা বিশ্বাস করিতেন। জৈমিনি মুনি ইন্দ্রাদি দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ শুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রের ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপাদন করিবার শক্তি আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন কর্ম্মমীমাংসায় বা পূর্ব্বমীমাংসায় এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার হইয়া, ক্রমে এসকল প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানীগণের চক্ষে হীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা স্বর্গাদিলোকে বিশ্বাস করিতেন, সত্য; কিন্তু এই ভূলোকের মতন ঐ সকল স্বর্গাদিলোকও অস্থায়ী; জীব পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, তাহাকে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। অতএব স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিতে জীবের নিশ্রেয়সলাভ হয় না। যাগযজ্ঞাদিরদ্বারা স্বর্গাদি-লাভ সম্ভব হইলেও, মোক্ষলাভ হয় না। কেবল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই এই নিশ্রেয়স বা চরম মুক্তিলাভ হয়। এই মুক্তি যখন লোকের চরম সাধ্য হইল, আর ব্রহ্ম-জ্ঞান ভিন্ন কোনও প্রকারের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মুক্তিলাভ যখন অসাধ্য বলিয়া প্রচারিত হইল, তখন বৈদিক যাগযজ্ঞাদির প্রভাব যেমন হ্রাস হইতে লাগিল, সেইরূপ, তারই সঙ্গে সঙ্গে, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার মূল্য এবং সার্থকতাও কমিয়া গেল। যে স্বর্গাদি লোক ইচ্ছা করে, সে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে পারে; কিন্তু মুক্তি যে চাহে, তাহার এসকলের কোনও অপেক্ষা নাই। ব্রহ্মজ্ঞান যে লাভ করিয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। দেহটা আত্মা নয়, দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনাশী; দেহের জন্মমৃত্যু আছে, আত্মা অজ ও অমর; দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ, দেহের বিকারে আত্মার বিকার সাধিত হয় না; এই জ্ঞান যাহার ফুটিয়াছে, তাহার আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি?

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের পারমার্থিক সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই এই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল সূত্র। এসকল ব্রহ্মজ্ঞানী এই মন্ত্রই সাধন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়াকেই তাঁহারা চরম মুক্তি বলিয়া মনে করেন। জগৎ মায়ার খেলা। সংসারের বিবিধ স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-সেবার সম্বন্ধ সকল মায়িক, মিথ্যা। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সখাসখী, পতিপত্নী প্রভৃতিতে সকল মমত্ববোধ নষ্ট করাই কর্ত্তব্য, এগুলির অনুশীলন করা ব্রহ্মসাধনের অন্তরায়, মায়বাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর এই উপদেশ।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন,
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন,—কারে বল রে আপন!

জীবের কানে ইহারা এই গানই গাহিয়া থাকেন। মৃত্যু-চিন্তা এই বৈরাগ্যই জাগাইয়া দেয়। সংসারের মায়ার বন্ধন আলগা করিবার জন্যই ইহারা "শেষের সে দিন ভয়ঙ্করকে" মনে করাইয়া দেন। এপথে যাঁহারা চলেন, তাঁহাদের নিকটেও, শ্রাদ্ধের কোনও গভীর মূল্য কিম্বা সত্য সার্থকতা থাকিতে পারে না।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব তু দুষ্কৃতং॥

জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয়প্রাপ্ত হয়, একাকী আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত উপভোগ করে—বলিয়া, ইহারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল প্রকারের সম্বন্ধের একান্ত উচ্ছেদ সাধন করেন।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

মৃত্যুর পরপারে জীবের সাহায্যার্থে পিতা মাতা, পুত্র বা স্ত্রী, কিম্বা জ্ঞাতিবর্গ কেহই থাকে না, ধর্ম্মই কেবল তাহার সঙ্গে থাকে—

এই বলিয়া ইহারা এপার ও ওপারের মধ্যে একটা ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ও ব্যবধান কল্পনা করেন। এই যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, এই যাঁহাদের বিশ্বাস, এই যাঁহাদের মত, পরলোকে বিশ্বাস করিয়াও, যাঁহারা ঐ পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের কোনও সত্য, সজীব, প্রাণগত সম্বন্ধ বা যোগ আছে বা থাকিতে পারে, বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের নিকটে শ্রাদ্ধ একটা অল্পবিস্তর নিরর্থক, লৌকিক ও সামাজিক ক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু পরলোকগত প্রিয়জনের শ্রাদ্ধ করিতে যে বসিবে, তার নিকটে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন কেবল মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে কি নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমার ইহলোকের স্নেহপ্রেম-ভক্তির সম্বন্ধও আছে, না নাই? যে দেহকে আশ্রয় করিয়া এসকল সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্মশানে তাহাকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছি। সে পঞ্চভৌতিক শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দেহের নাশে তার সকলই কি নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তার আত্মা অজর, অমর, এই আত্মার মৃত্যু নাই, দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মা চিরদিন থাকে। কিন্তু এই থাকার অর্থ কি? আধুনিক জড়বিজ্ঞান যেভাবে শক্তির অনশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠা করে, আত্মার অমরত্বও কি তারই মতন? জড়বিজ্ঞান বলে—এই জগতে আমরা যে সকল শক্তির খেলা দেখি তাহা এক ও অনশ্বর। শক্তির আকার বা প্রকাশের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু মূল বস্তু সর্ব্বদা এক ও সমান থাকে। যে শক্তি রাসায়নিক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগ ঘটায় ও বিভিন্ন পদার্থের সংযোজনে ও বিয়োজনে বিবিধ মিশ্রপদার্থের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে তড়িৎ-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই ভাবে এক জাতীয় শক্তি অন্য জাতীয় শক্তিতে পরিণত হয়; কিন্তু তার প্রকাশের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, মূল শক্তিটা সমানই থাকে। জড়বিজ্ঞান এই যে conservation of energy এবং transmutability of force'এর

কথা বলে। আত্মার অমরত্বও কি ইহারই অনুরূপ? মানুষের শরীরটা মৃত্যুতে যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থে পরিণত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। দেহের ভৌতিক উপাদান ভূতগ্রামে মিশিয়া যায়, নিঃশ্বাস বায়ুতে, দৃষ্টি তেজে, শোণিতের জলভাগ জলেতে, অস্থিমাংসমেদ প্রভৃতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থেতে মিশিয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রাচীনেরা ইহা দেখিয়াই, মৃত্যুকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলিতেন। কিন্তু এই শরীরের ভৌতিক উপাদান যেরূপ ভূতগ্রামে মিশিয়া যায়,—তাদের আকারেরই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বস্তুর ধর্ম্ম ও পরিমাণ সমান থাকে; সেইরূপ আত্মাও কি আপনার সজাতীয় বা স্বজাতীয় বস্তুতে যাইয়া মিশিয়া যায়? নিঃশ্বাস যেমন এই নিখিল বায়ুসাগরে মিশিয়া যায়, চক্ষুর তেজ যেমন এই নিখিল তেজোমণ্ডলে মিশিয়া যায়, সেইরূপ যাহাকে আত্মা বলি, আমাদের অহংবস্তু যাহা, যাহাকে লইয়া আমাদের জীবত্ব, ব্যক্তিত্ব, তাহাও কি নিখিল আত্ম-সাগরে মিশিয়া যায়? মৃত্যুতে আমাদের আত্মা কি বিশ্বাত্মাতে মিশিয়া যায়? রাসায়নিক শক্তি বা chemical force যেমন তড়িৎ-শক্তিতে বা electricity'তে পরিণত হয়, তখন তার রাসায়নত্ব যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, আর তাহা জ্ঞানগম্য হয় না; আমাদের মৃত্যুতে আত্মাবস্তু কি সেইরূপ বিশ্বাত্মাতে বা ব্রহ্মেতে বা অনন্তেতে মিশিয়া যায়, আমাদের এ সংসারের ব্যক্তিত্ব বা personality আর থাকে না? যে রূপে আমরা ছিলাম, সে রূপে আর থাকি না, অন্য রূপেতে পরিণত হই? তাহাই যদি হয়, তবে দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না, আমাকে একথা বলিয়া ও শুনাইয়া ফল কি? কারণ ঐ রূপই ত আমার সর্ব্বস্ব। এই শরীরের রূপ নহে, কিন্তু আমার এই আত্মার, এই অহং'এর, এই আমির, রূপই ত আমার সর্ব্বস্ব। রূপের ধর্ম্মই এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক করা। বৈশিষ্ট্য যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহাই বস্তুর রূপ। আর আমার আত্মার কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, না নাই? আত্মারূপে আমি

অন্য সকল আত্মা হইতে স্বতন্ত্র কি না? এই স্বাতন্ত্র্যই আমার বৈশিষ্ট্য। ইহাই আমার আমিত্ব! ইহাই আমার ব্যক্তিত্ব। ইহাই আমার personality—এই ব্যক্তিত্ব যদি মৃত্যুর পরেও না থাকে, তবে অমৃতের পুত্র বলিয়া আমাকে আশ্বাস দান করিবার চেষ্টা বৃথা। এ ত আশ্বাস নহে, মর্ম্মঘাতী বিদ্রূপ মাত্র!

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে বলে জীবের যেমন একটা ভৌতিক, স্থূল দেহ আছে; সেইরূপ একটা সূক্ষ্ম দেহও আছে। মৃত্যুতে এই ভৌতিক দেহই নষ্ট হয়, এই ভৌতিক শরীরের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর আছে, তাহা বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরে ঐ লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়াই, জীবাত্মা আপনার বৈশিষ্ট্য, আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। সাংখ্যসূত্র বলেন—সংসৃতির্লিঙ্গানাং—এই সকল লিঙ্গদেহই মরিয়া আবার জন্মে, জন্মিয়া আবার মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। এই লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়াই জীব আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য বারম্বার এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। স্নেহপ্রেম ভক্তিসেবা প্রভৃতি সম্বন্ধের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা এই লিঙ্গশরীর। জীবের স্থূলশরীরের উপাদান যেমন এই ভূতগ্রাম, তার লিঙ্গশরীরের উপাদান সেইরূপ তার কর্ম্মজ সংস্কারাদি। কর্ম্মক্ষয়ে, সংস্কারের বিনাশে, বাসনার নিঃশেষ বিলোপে, এই লিঙ্গশরীরও নষ্ট হইয়া যায়। তখনই তার কৈবল্যলাভ হয়। তখনই জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়। জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, বায়ুতে যেমন বায়ু মিশিয়া যায়, সেইরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া, নিঃশেষে মিশিয়া যায়। ইহাই জীবের চরমাবস্থা। তখন আর তাহার কোনও সংসার-সম্বন্ধ থাকে না। এ অবস্থালাভ যার হইয়াছে, তার কোনও শ্রাদ্ধও হয় না। লিঙ্গশরীরের জন্যই শ্রাদ্ধের প্রয়োজন। লিঙ্গ-শরীরই, মরিয়াও, সংসারের সম্বন্ধের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া, শোক-দুঃখাদি ভোগ করে। এইজন্যই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে ভৌতিক

বন্ধনমুক্ত হইয়াও, সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। দেহ না থাকিলেও, স্বপ্নাবিষ্ট লোকের মত, দেহের ক্ষুৎপিপাসাদির দ্বারা পীড়িত হয়। এইজন্যই পিণ্ডাদি দান করিয়া, তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে হয়। আর এই তৃপ্তি সাধিত হয়, ইন্দ্রজাল প্রভাবে—শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে।

মধ্যযুগের বৈদান্তিক মায়াবাদ এই মীমাংসাতেই সন্তোষলাভ করিয়াছে। সংসারকে যাহারা মায়ার খেলা বলিয়া ভাবে, সর্ব্ব-প্রকারের ভেদবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-জ্ঞানকে যাহারা অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া মনে করে, সকলপ্রকারের সম্বন্ধের বিলোপ-সাধনেই জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়, ইহা যাহারা মনে করে, অথচ জীবের এই ব্যক্তিত্ববোধকে একেবারে নষ্ট করা অসাধ্য না হউক অত্যন্ত দুঃসাধ্য ইহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি লাভ না করিয়াই কোটি কোটি জীব মৃত্যুমুখে পড়িতেছে ইহা দেখে, তাহাদের পক্ষে এরূপ একটা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা স্বাভাবিক। এই মীমাংসাতে তাহারা তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কেবল জীবের ব্যক্তিত্ব নহে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এই পথে যে ঈশ্বর-তত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে বা পরমতত্ত্বে পৌঁছিতে হয়, তাহা নির্গুণতত্ত্ব। তাহার অস্তিত্ব মাত্র মানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যভাবে জ্ঞানপ্রেমাদি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কারণ জ্ঞান বলিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ বুঝায়। জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা আছেন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নাই, অথচ জ্ঞান আছে, ইহা বুদ্ধির অগম্য। পরম-তত্ত্ব আপনি আপনার জ্ঞেয়, আপনি আপনার জ্ঞাতা, ইহা বলা যায় বটে। আর ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহা হইলেই তাঁর নিজের স্বরূপের মধ্যেই একটা ভেদ, একটা দ্বৈত, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অভেদ, একটা অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ভেদ নিত্য। এই অভেদ নিত্য। এই অভেদের মধ্যেই

এই নিত্য ভেদের সৃষ্টি হইতেছে। এই ভেদের মধ্যেই, নিত্য অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের মধ্যে জ্ঞান-স্বরূপ আপনার নিত্য জ্ঞানলীলায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই পথে, এই ভাবেই, পরমতত্ত্বেতে "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞাতারূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই পুরুষ। জ্ঞেয়রূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই আবার প্রকৃতি। সেইরূপ, প্রেমলীলার জন্যও, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রেমিকরূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই পুরুষ; এই প্রেমের বিষয় বা প্রেমের পাত্ররূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই প্রকৃতি। এইরূপে আপনি আপনার প্রেমের আশ্রয়, ও আপনি আপনার প্রেমের বিষয় হইয়া, তিনি আপনার মধ্যে নিত্য প্রেমলীলাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইভাবে যে পরমতত্ত্বের সাধন না করে, এই সিদ্ধান্তকে যে গ্রহণ না করে, কিম্বা না করিতে পারে, তাহার নিকটে ব্রহ্মের জ্ঞান ও আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মের আত্মত্ব কখনই বস্তুতন্ত্র (real) হয় না। সংসার তার নিকটে সত্য নয়। সংসারের ক্রিয়াকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রেমভক্তিসেবার সুমধুর সম্বন্ধসকল, এসকল সম্বন্ধের উৎকর্ষসাধনের জন্য যাহা কিছু যমনিয়মাদি অবলম্বিত হউক না কেন, এমন কি ভগবানের ভজনপূজন পর্য্যন্ত অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি হইয়া যায়। অজ্ঞলোকের মনোরঞ্জনের বা প্রাকৃত জনের চিত্তশুদ্ধির জন্য এগুলির প্রয়োজন থাকিলেও এসকলের কোনও পারমার্থিক ও নিত্য অর্থ বা সাফল্য নাই ও থাকিতে পারে না। এই জন্যই সকলপ্রকারের দ্বৈতবুদ্ধি নষ্ট করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের জীবনে কোনও সাধনভজনের, মৃত্যুতে কোনও শ্রাদ্ধাদির আর প্রয়োজন থাকে না। এই কারণেই দণ্ডী-সন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধ হয় না।

ফলতঃ মধ্যযুগের মায়াবাদ এদেশের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, প্রায় সকল লোকেই, প্রকৃতপক্ষে, একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মতনই, প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া

থাকেন। এ বিষয়ে গৃহস্থ বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবের. জ্ঞানমার্গাবলম্বী তান্ত্রিকের এবং ভক্তিপন্থাবলম্বী ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। সকলেই স্নেহপ্রেমভক্তির সম্বন্ধকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। এ মায়ার বন্ধনকে অতিক্রম করিবার জন্য সকলেই ইচ্ছুক। আর মৃত ব্যক্তির এই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্যই, বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া, পুরকপিণ্ডাদি দান করেন। যাঁহারা ভেকধারী বৈষ্ণব, দণ্ডীসন্ন্যাসীদের ন্যায়, কেবল তাঁহাদেরই শ্রাদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসীদের মৃত্যুতে "ভাণ্ডারা" আর ভেকধারী বৈষ্ণবের মৃত্যুতে "মহোচ্ছব" দিয়াই, জীবিতেরা তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু পারলৌকিক কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধের সত্য অর্থ বুঝিতে হইলে, সকলের আগে, এই মধ্যযুগের সন্ন্যাসমুখী মায়াবাদকে অতিক্রম করিতে হইবে। এ সংসার মায়ার খেলা নয়, কিন্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ নিত্য রসলীলারই বহিরাভিনয়, এইটি যে বিশ্বাস না করে, সে সত্যভাবে শ্রাদ্ধের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলিয়া ডাকি। সত্যই কি তিনি পিতা? পিতৃত্ব ধর্ম্ম কি সত্য সত্যই তাঁর স্বরূপের অন্তর্গত? তাহা যদি হয়, তবে এই পিতৃত্বের সার্থকতার জন্য, তাঁর স্বরূপের মধ্যেই পুত্রত্বেরও স্থান করিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্মেতে এই তত্ত্বটিকে খুবই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া খৃষ্টিয়ান্ ত্রিত্ববাদ বা Trinity, তাঁর অজ বা অগ্রজ একমাত্র পুত্রেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল পিতা বা Father নহেন। কিন্তু পিতা এবং পুত্র, Father এবং Son, আর এই পিতা পুত্রের দ্বৈতকে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা ও নষ্ট করিয়া, যে তত্ত্ব ইহাঁদের একত্ব প্রস্ফুট ও রক্ষা করিতেছে, সেই Holy Ghost,—এই তিন মিলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্বের বা পরম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ঈশ্বর তত্ত্ব এই পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আপনার জ্ঞান-প্রেমাদিকে সম্ভব ও পূর্ণ করিতেছে। অনাদিকাল হইতে পিতা-পুত্রের মধ্যে এই লীলা

চলিয়াছে। আমাদের ভক্তিশাস্ত্র যাহাকে লীলা বলেন, খৃষ্টিয়ান শাস্ত্র তাহাকেই Eternal colloquy between the Father and the Son—অর্থাৎ পিতাপুত্রের মধ্যে অনাদ্যনন্ত "স্বগতোক্তি" বলিয়াছেন। নাম ভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। ঐ পারমার্থিক পিতৃত্ব-পুত্রত্বের অনুকরণেই সংসারের পিতৃ-পুত্র সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, এই সম্বন্ধ সত্য; এই সম্বন্ধের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সত্য। সংসারের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ এই পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতেই গড়িয়া উঠে, তাহারই সঙ্গে যুক্ত বলিয়া, সকল সম্বন্ধই সত্য।

কেন সত্য? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব খৃষ্টীয় সাধনা যতটা ধরিতে পারিয়াছে, আমাদের দেশের ভক্তিসাধনা তদপেক্ষা অনেক বেশী ধরিয়াছে। আমাদের ভক্তিসাধনা পরমতত্ত্বেতে কেবল পিতা-পুত্রের নহে, কিন্তু সংসারের সকল প্রেমের বা রসের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভগবানের স্বরূপের মধ্যে দাস-ও-প্রভু, সখা-ও-সখা, পিতামাতা-ও-পুত্রকন্যা, পতি-সতা, প্রণয়ী-প্রণয়িণী, নায়ক-নায়িকা, সকল রসের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্য-লীলার মধ্যে এই সকল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অপ্রত্যক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, আমাদের ভক্তিসাধন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য এই চারিটিকে স্থায়ী রস রূপে গ্রহণ করিয়াছে ও সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই স্থায়ী রসচতুষ্টয়ের অনাদি, অনন্ত, নিত্য আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বলিয়াই, আমাদের ভক্তিপন্থা ভগবানকে নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তিরূপে ভজনা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত, জটিল ও বিশাল ও বিচিত্র বিশ্ব-সমস্যার আর কোনও মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?

সংসারের বিবিধ স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিগূঢ়, অভেদ্য রহস্য জাগিয়া রহে, তার মীমাংসা করিবে কে? এ সকল সম্বন্ধ মাত্রেই অহেতুকী। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা যে তার কল্যাণ ধ্যানে নিযুক্ত হন, সেই অদৃষ্ট সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য

ক্ষুধিত তৃষিত হইয়া রহেন, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যে সেই রক্তমাংসের পিণ্ডকে প্রাণ দিয়া প্রাণের ভিতরে টানিয়া লয়েন, এই অদ্ভুত বিশ্ববিজয়ী স্নেহের মূল কোথায় ? শত শত কুমারীর মধ্যে একজন যে দৃষ্টিমাত্র কোনও না কোনও যুবকের প্রাণ আপনার বলিয়া বাছিয়া লয়, এই প্রেমেরই বা মূল কোথায় ? শত শত বালক বা বালিকার মধ্যে যে আমরা শৈশব-যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া, এক একটিকে নিজের বলিয়া প্রাণে টানিয়া আনি, এই সখ্যেরই বা মূল কোথায় ? এই' যে ইহাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, এমনটা ত মনে হয় না। সত্য রসের সম্বন্ধ যেখানেই গড়িয়া উঠে, সেইখানেই, তার পশ্চাতে যেন একটা অনন্তকালের ইতিহাস, একটা অনাদ্যনন্ত রহস্য লুকাইয়া আছে,—মনে হয়। ইহা কি কেবলই কল্পনা ? কল্পনাই যদি হয়, তবু এ কল্পনাও ত অহেতুকী নহে। অকারণে বিশ্বে কোনও কার্য্যই ত কল্পনা করা যায় না। এই যে রসের ক্রিয়া, তাহাকে তবে অকারণ বলিব কেমন করিয়া ? বিশ্বের সর্ব্বত্রই একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই সকল রসের সম্বন্ধের কেবল কোনও পূর্ব্বাপর নাই, এরূপ কল্পনা করিব কেমনে ? এসকল মায়ার খেলা বলিলেও, মূল সমস্যার মীমাংসা, গোড়ার প্রশ্নের কোনও উত্তর—হয় না। মায়াই বা আসিবে কেন ? আসিল কোথা হইতে ? মায়াকে অহেতুকী বলিলেও ইহার মীমাংসা হয় না। যাহার হেতু নাই, তাহা খেয়াল। এই খেয়াল কার ? খেয়ালটা নিতান্তই "গোলমেলে" বস্তু। সে কোনও শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ হয় না। কোনও বিধিবাঁধন মানে না। কার্য্যকারণ-জালে ধরা পড়ে না। সংসারের মূলে যদি এই খেয়ালই থাকে, তবে সংসারে কোনও শৃঙ্খলা সম্ভবে না। শৃঙ্খলা না থাকিলে, নিয়ম হয় না। নিয়ম না থাকিলে, বিজ্ঞানও সম্ভব হয় না, নীতিও গড়ে না। নীতি না গড়িলে, পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি নষ্ট ও মিথ্যা হইয়া যায়। মায়ার সিদ্ধান্তে কেবল সংসার মিথ্যা হয় তাহা নহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভালমন্দ, ভজনপূজন, সাধনা ও সাধ্য, ভক্ত ও ভগবান সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। Cosmos

chaos'এতে পরিণত হয়। এ সিদ্ধান্ত মানিলে কেবল ধর্ম্ম নয়, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রস-বিজ্ঞান বা এস্থেটিকস্, সমাজবিজ্ঞান, পর্যন্ত সকলি নষ্ট হইয়া যায়। জীবনে কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা থাকে না।

আর সংসারের সম্বন্ধ সকলকে যদি মায়িক বা আকস্মিক illusory বা accidental বলিয়া উড়াইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে পরমতত্ত্বের মাধ্যই ইহাদের মূল খুঁজিতে হইবে।

এ সংসারে যার আরম্ভ হয়, তারই শেষ দেখি। জন্মেতে, অথবা জন্ম বলিতে যদি ভূমিষ্ঠ হওয়া বুঝি, তাহা হইলে তার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে এই দেহের আরম্ভ হয়। মৃত্যুতে এই দেহের অবসান প্রত্যক্ষ করি। দেহের উপাদান যে একান্ত নষ্ট হয়, তাহা নহে; কিন্তু এ সকল মিলিয়া একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া. যে একটা বিশেষ যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মৃত্যুতে তাহাই ভাঙ্গিয়া যায়, তার যন্ত্রত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা আর দেহ-রূপে থাকে না ও কার্য্যকরা হয় না! এই বিশিষ্ট সম্বন্ধই দেহের জীবন বা দেহের রূপ বা দেহের দেহত্ব। এই সম্বন্ধের একটা আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায়। আত্মা বলিয়া যে বস্তুকে বলি, তাহার যদি কাল বিশেষ আরম্ভ হয়, তবে আশুই হউক আর বিলম্বেই হউক, এই আত্মারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য, আমাদের দেশের আত্মতত্ত্বেতে জীবের আত্মবস্তুর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্ম নাই বলিয়াই মৃত্যু নাই;—এই কথা চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

এই আত্মা জন্মে না, মরে না; হইয়া নষ্ট হয় না, নষ্ট হইয়া পুনরায় হয় না; ইহা জন্ম-রহিত, ইহা নিত্য, ইহা চিরন্তন, ইহা পুরাতন, শরীর হত হইলে ইহা হত হয় না—ইহাই আমাদের দেশের আত্মতত্ত্বের

মূল কথা। এটি না মানিলে, বিশ্বের বিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আত্মার অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়।

নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ

যাহা সৎ তাহার অভাব হয় না, যাহা অসৎ তাহার প্রকাশ বা অস্তিত্বও সম্ভবে না। আত্মবস্তু সৎবস্তু। তাই আত্মা অবিনাশী। এই জন্যই আমরা এই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। আমাদের প্রাণ মানে না, মন বুঝে না, যে মানুষ মরণে একেবারে নষ্ট হয়—এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত আকাঙ্ক্ষা, এত অনন্ত পিপাসা, এত উন্নতির সম্ভাবনা যে মানুষের মধ্যে দেখি, হঠাৎ তার সব ফুরাইয়া গেলে, বোধন হইতে না হইতে তার বিসর্জ্জন হইল, জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ নিভিয়া গেল ; ইহা আমাদের প্রাণ মানে না, মন বুঝে না,—এই ভাবে অপর লোকে আত্মতত্ত্বের, পরলোকের, মৃত্যুতে মানুষে যে একান্ত বিনিষ্ট হয় না, এ সকল কথার প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা বলি—কেবল তাহা নহে। আমাদের জ্ঞান, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল সূত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে এই নাস্ত্যদস্তীতি-বাদের—ইহলোকের পরে আর কিছু নাই, এই মতের মৌলিক বিরোধ উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞান-প্রয়োজনে, necessity of thought'এর দ্বারা প্রেরিত হইয়া, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। এই আত্মা যদি অমর না হয়, তবে জগৎ, অসৎ, বিশ্ব মিথ্যা, সংসার ইন্দ্রজাল ; জীবন নিরর্থক, ঈশ্বর অসিদ্ধ হন। যে পথে আমরা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করি, সেই পথেই আত্মার প্রতিষ্ঠা করি। যে পথে ঈশ্বরকে পাই, সেই পথেই আত্মাকে পাই। আত্মাকে পাইয়া ঈশ্বরকে পাই। ঈশ্বরকে পাইয়া আত্মাকে পাই। এই পথে আমরা আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উভয় তত্ত্বকে পাইয়াছি বলিয়া আমাদের আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্ব একই বস্তু। উপনিষদ আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই ব্রহ্মতত্ত্বের এবং ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন অনাদ্যনন্ত সচ্চিদানন্দ বস্তু, আমরা যাহাকে আত্মা বলি, এই অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক বস্তুও

সেইরূপ অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ঈশ্বরের, সঙ্গে এই আত্মার এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা আছে বলিয়াই, আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি, ঈশ্বরের ভজনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা অস্বীকার করিলে ধর্ম্মের মূল নষ্ট হইয়া যায়। এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা অঙ্গীকার করিয়াই প্রাচীনকাল হইতে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবন্দনাকালে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্
সচ্চিদানন্দ রূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান—

প্রতিদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ ও এই জ্ঞানসাধন করিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্ম যেমন যুগপৎ নির্গুণ, অর্থাৎ সকল সম্বন্ধের অতীত, এবং সগুণ, অর্থাৎ যাবতীয় সম্বন্ধ লইয়া পূর্ণ হইয়া আছেন, জীবাত্মাও সেইরূপ একই সঙ্গে এই নির্গুণ ও সগুণ স্বভাবপন্ন হইবেই হইবে। ঈশ্বর জ্ঞাতা, তাঁর আপনার মধ্যে নিত্যকাল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ভোক্তা, তাঁর আপনার মধ্যে নিত্যকাল ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি পিতা, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল পিতা-পুত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি প্রভু, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল প্রভু-দাস সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি সখা, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল এই সখ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি পতি বা প্রণয়ী, তাঁর মধ্যে এই মাধুর্য্যের সম্বন্ধও নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। এ সকল সম্বন্ধের অভাবে তার জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ দুই' বিলোপ প্রাপ্ত হয়। পরমতত্ত্বের আপনার স্বরূপের মধ্যে এ সকল সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই, আমরা তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ বলিয়া জানি। এই সকল নিত্যসিদ্ধ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। এ সকল সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অজ্ঞেয় কিম্বা কেবল সত্তামাত্রজ্ঞেয় হন। তাঁহার পুরুষত্বের বা Personality'র প্রতিষ্ঠা থাকে না। এই পুরুষত্ব বা Personality বস্তুটিই এ সকল জ্ঞান ও

প্রেমের সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সকল সম্বন্ধের বিলোপে ঐ পুরুষত্বের বা Personalityর বিলোপ হয়। এ সকল যদি নিত্যসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে যাঁহাকে ভগবান বা পুরুষ বলি, তাঁহারও নিত্যত্ব থাকে না। এ সকল যদি মায়িক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের পুরুষত্ব বা Personalityও মায়িক হয়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীগণ এই জন্যই ঈশ্বরতত্ত্বকে মায়াধিষ্ঠিত বলেন। ভক্তিবাদী ইহা অস্বীকার করেন। কারণ, পরমতত্ত্ব যদি পুরুষ না হন, পরমতত্ত্বের মধ্যে যদি দাস্যসখ্যাদি স্থায়ী রসের লীলা-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে, এ সকল রসের পথে তাঁর নিত্য ভজনার সম্ভাবনা থাকে না। আর এই ভজনাই যে ভক্তির চরম সাধ্য।

পরমাত্মা পুরুষ Person ; কারণ তাঁহার আপনার মধ্যে জ্ঞান-প্রেমাদির বিচিত্র অনন্ত সম্বন্ধ সকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এসকল সম্বন্ধের অভাবে তাঁর পুরুষত্বের বা Personality'র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। তিনি নিত্য, অনাদ্যনন্ত—এ সকল সমম্বন্ধও তাঁর মধ্যে নিত্য ও অনাদ্যনন্ত। আমরাও পুরুষ, আমরাও Person। এই পুরুষত্ব এই Personality আমাদের আত্মার নিত্য-সিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহাই আমাদের আত্মত্ব, আমাদের ব্যক্তিত্ব। এই Personality যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার অমরত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের ব্যক্তিত্ব নিত্যকাল থাকে, এই বৈশিষ্ট্য ও এই ব্যক্তিত্ব অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—শরীর হত হইলে এই Personality, এই বৈশিষ্ট্য, এই ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয় না—ইহাই সত্য, ইহাই একমাত্র পারলৌকিক সিদ্ধান্ত। ইহারই উপরে আমাদের পরলোকে বিশ্বাস, পরলোকের আশা ভরসা, পরলোকের শান্তি ও উন্নতি সকলে নির্ভর করিতেছে। আর এই Personality, এই বৈশিষ্ট্য, এই ব্যক্তিত্ব যদি সত্য হয়, ইহা যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল জ্ঞান-প্রেমের সেবার ভক্তির সম্বন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের এই বৈশিষ্ট্যের এবং এই ব্যক্তিত্বের, এই Personalityর

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যে সকল সম্বন্ধের সাহায্যে আমাদের এই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য, এই পুরুষত্ব বা Personality ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, সে সকল সম্বন্ধও আমাদের আত্মার নিত্যসঙ্গী হওয়া আবশ্যক। জানিবার বস্তু নাই, অথচ জ্ঞান আছে; বিষয় নাই, অথচ বিষয়ী আছে; স্নেহের পাত্রপাত্রী নাই, অথচ স্নেহ আছে; সখাসখী নাই, অথচ সখ্য আছে; প্রণয়প্রণয়ী নাই, অথচ প্রণয় আছে; প্রেম-পাত্র বা প্রেম-পাত্রী নাই, অথচ প্রেম আছে; ভক্তির পাত্রপাত্রী নাই, অথচ ভক্তি আছে; এ সকল সম্বন্ধের ও রসের আশ্রয় নাই, অথচ এ সকল রস ও সম্বন্ধ আছে; ইহা হইতেই পারে না। এই সকল সম্বন্ধ লইয়া যদি আমার পুরুষত্বের, আমার Personality'র, আমার বৈশিষ্ট্যের, আমার পুরুষত্বের, এক কথায় আমার আত্মত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে, এই আত্মার অমরত্বের প্রয়োজনে এই সকল সম্বন্ধ যে নিত্য, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে।

উপনিষদ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে,—বলিয়া জগতের জন্ম স্থিতি ও পরিণতির মূলে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র সর্ব্বোপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই জগতের জন্ম-আদি যাহা হইতে হয়, বলিয়া এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মৃত্তিকা লইয়া কুম্ভকার ঘটসরাবাদি নির্ম্মাণ করে; এই ঘটনির্ম্মাণ-কার্য্যে মৃত্তিকাকে উপাদান কারণ ও কুম্ভকারকে নিমিত্ত কারণ কহে। এই ব্রহ্মই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুই'। এই চরাচর বিশ্বের, এই চেতনাচেতন-পদার্থ-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানও ব্রহ্ম, আর ইহার ক্রমবিকাশের নিমিত্তও ব্রহ্ম। এই যদি সত্য হয়; তাহা হইলে, এই বিশ্ব ও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও যাবতীয় জীব, সকলে বর্ত্তমান বিকাশ-ধারাতে বা সৃষ্টি-ধারাতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মেরই মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা মানিতেই হয়। চিত্রকরের মনের মধ্যে, তাঁহার ধ্যানেতে, যেমন চিত্রবিশেষের পরিপূর্ণ ছবিটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; এই বিশ্ব

সেইরূপে, সেইভাবে, অনাদিকাল হইতে এই জগৎ-কারণরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। চিত্রকরের চিত্তপটের পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তি যেমন তিলে তিলে তাঁর সম্মুখের চিত্রপটে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ এই সৃষ্টিধারাতে বিশ্বের ঐ নিত্যসিদ্ধ পরিপূর্ণ স্বরূপটিই ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মেতে যাহা নিত্য-সিদ্ধ eternally realised তাহাই সৃষ্টিতে ক্রমবিকাশ পাইতেছে। এই বিকাশ-ধারা সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহার পূর্ণাপূর্ণ, ভালমন্দ ছোটবড় প্রভৃতির বিচার ঐ নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই, হইয়া থাকে। ওখানে, ব্রহ্মস্বরূপে, ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ; এখানে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছে। ওখানে ইহা পরিস্ফুট, এখানে ক্রমে ফুটিতেছে। যখন যতটা পরিমাণে এই বিশ্ব সেই নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপের প্রকাশ করে, তখন তাহাকে তত শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকি। যখন যতটা ঐ স্বরূপ হইতে নীচে পড়িয়া থাকে, তখন তাহাকে তত নিকৃষ্ট বলি। আমাদের সকল সমালোচনার, সকল পরিমাণের, সকল বিচারের, মাপকাঠি ওখানে, ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবস্তুতে। ঐটি না থাকিলে, আমাদের সত্যাসত্যের, ভালমন্দের, পূর্ণাপূর্ণের, ধর্ম্মাধর্ম্মের, সুন্দরকুৎসিতের, সুখদুঃখের এ সকলের কোনও অর্থ থাকে না।

কিন্তু উপনিষদ যাহাকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া বিশ্বের আদি কারণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কি এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল সমষ্টি-রূপেই নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, না এই বিশ্বের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্বও সেখানে ঐরূপ পরিপূর্ণ, প্রস্ফুট, এবং নিত্যসিদ্ধ eternally realised হইয়া রহিয়াছে? যদি ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ভিন্ন ভিন্ন জীব, ব্রহ্মেতে ব্যষ্টিভাবে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised না থাকে, তাহা হইলে, ব্যষ্টিত্বের ব্যক্তিত্বের, আমাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের ও নিজ নিজ বিকাশ-ক্রমের, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পুরুষত্বের বা Personalityর ক্রমোন্নতির ও ক্রমস্ফূর্ত্তির—আমাদের individual development বা evolution ব progressএর—আমাদের অনন্ত উন্নতির কোনও অর্থ ত থাকে না। গতি আছে, কিন্তু চরম

গন্তব্য নাই; নিয়ম আছে, কিন্তু লক্ষ্য নাই; ফুটিতেছে, কিন্তু ফুটিয়া ফুটিয়া অন্তে কি যে হইবে তার ঠিকানা নাই;— এও কি কখনও হয়? উন্নতি বলিতেই, উন্নীত অবস্থা যে একটা আছে, ইহা বুঝায়। জীবের সে অবস্থা কি? জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, ইচ্ছাতে উন্নতিলাভ করিব, ইহাই আমাদের নিয়তি, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরিপূর্ণ জ্ঞানের, পরিপূর্ণ প্রেমের, পরিপূর্ণ পবিত্রতার একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থা আছে, ইহাও মানিতেই হইবে। আর জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি যখন জ্ঞানপ্রেমাদির বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়, সম্বন্ধ ছাড়া হয় না, তখন এই সকল সম্বন্ধের পূর্ণতার দ্বারাই জ্ঞানপ্রেমাদি পূর্ণ হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। আর এসকল সম্বন্ধ যখন ইহ সংসারে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছি; ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে উদার, অশুদ্ধ, হইতে শুদ্ধ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম এইভাবে উন্নত হইতেছে, ইহাও দেখি ও বুঝি; তখন এ সকল সম্বন্ধের এক একটি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ যে আদিকারণের মধ্যে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাও মানিতেই হয়। হঠাৎ ত শূন্য হইতে আমরা এলোকে আসিয়া উৎপন্ন হই নাই। অসৎ হইতে ত সতের উৎপত্তি হয় না। আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সত্তাই আমার পূর্ণতম সত্তার সাক্ষ্য দেয়। আমি যে তিলে তিলে একটা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহাতেই আমি অনাদিকাল হইতে কোথাও পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটভাবে, বিদ্যমান আছি, ইহা প্রমাণ করে। গীতা—

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্

"হে পার্থ! আমাকে যাবতীয় ভূতসকলের সনাতন বীজ বলিয়া জান"—এই ভগবদ্‌বাক্যে এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীজ কাহাকে বলে? যাহাতে কোনও বস্তুর সমগ্র রূপটি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাকেই আমরা সেই বস্তুর বীজ বলি। বটবীজে পরিপূর্ণ বট বৃক্ষটি লুকাইয়া আছে। আমরা বীজের মধ্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও ইহা জানি যে তাহাতে অসংখ্য শাখ দীগন্তবিস্তৃত অভ্রভেদী বনস্পতির

সমগ্র, পরিপূর্ণ স্বরূপটি নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া আছে। ঐ নিত্যসিদ্ধ সমগ্র, সম্পূর্ণ বট-স্বরূপই ক্রমে এই বীজ হইতে, বিকাশধারায় ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মের মধ্যে এই বিশ্ব বীজরূপে ছিল, নিত্যকাল আছে, নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। বিশ্বের ব্যষ্টিবস্তু সমূহ প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক জীব তাঁর মধ্যে বীজরূপে ছিল, নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। আমারা প্রত্যেকে সেখানে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছি। আমাদের ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপকেই গীতা ভগবানের বিভূতি বলিয়াছেন।

আর এই আমরা ত একা নই। আমরা আমাদের সকল সম্বন্ধকে লইয়াই আমরা হইয়াছি। আমার জ্ঞেয় নাই, প্রেয় নাই, শ্রেয় নাই; জ্ঞানের বিষয় নাই, প্রেমের পাত্র নাই, কর্ম্মের ক্ষেত্র নাই, এক কথায় যাহাকে সংসার বলে, অর্থাৎ এই সংসারের জ্ঞান-প্রেম-স্নেহ-সেবা-ভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ নাই, অথচ আমরা আছি, ইহাও হয় না। আমাদের আমিত্বে ব্যক্তিত্ব সকলই এই সংসারকে লইয়া। সুতরাং এই সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়াই আমরা অনাদিকাল হইতে, ভগবানের মধ্যে, তাঁর নিত্যসিদ্ধ বিভূতিরূপে ছিলাম, এখনও রহিয়াছি; এই সৃষ্টিধারাতে সেই নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ সকলকে লইয়া আমরা ঐ ভগবদ্বিভূতিকেই প্রত্যেকে তিলে তিলে ফুটাইয়া তুলিতেছি। ঐ বিভূতিই আমাদের স্বরূপ; এ সংসারের রূপ ঐ স্বরূপেরই প্রতিবিম্ব।

এই ভাবে যখন নিজেদের দেখি, এই ভাবে যখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যষ্টিত্ব বা আত্মত্বকে দেখি, তখন দেখি যে পিতামাতা প্রভৃতি প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেবল দুদিনের নয়, কিন্তু চিরদিনের। অনাদিকাল হইতে আমরা তাঁহাদের পুত্র কন্যা ছিলাম। অনাদিকাল হইতে আমরা তাঁহাদের বাৎসল্যের ও তাঁহারা আমাদের দাস্যের আশ্রয় হইয়া আছেন। অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমরা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য ও দাস্য-মূর্ত্তিকে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তুলিব ও অন্তে তাঁহার বিভূতির সারূপ্য লাভ করিয়া, তাঁর নিত্যলীলার সহায় ও সহচর হইয়া থাকিব।

পিতার বা মাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি কেবল এই বর্ত্তমান জীবনের না চিরদিনের? যদি এই জীবনেই এই সম্বন্ধের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ হইবে না, বা হয় নাই একথা কে বলিবে? এ জগতে যারই আরম্ভ আছে তার শেষও হয়। যে সম্বন্ধের দেশকালেতে আরম্ভ হইয়াছে; দেশকালেতে তার শেষও অনিবার্য্য অন্ততঃ তাহা অনন্ত কালের হইতে পারে না। জন্মের সঙ্গে যে সম্বন্ধের আরম্ভ হয়, তার আশ্রয় এই দেহ। এই দেহের বিনাশে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর সম্বন্ধ মাত্রেই বিশিষ্টকে আশ্রয় করিয়া গড়ে। নির্ব্বিশেষের কোন সম্বন্ধ নাই। পিতামাতার পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বশিষ্ট সন্তানকে আশ্রয় করিয়া ফুটে। সন্তানের পিতৃমাতৃভক্তি বিশিষ্ট পিতামাতাকে আশ্রয় করিয়া জন্মে ও সেই আধারকে ধরিয়াই বিকশিত হইয়া উঠে। এই বিশিষ্ট আশ্রয় নষ্ট হইলে সত্য সম্বন্ধও নষ্ট হইয়া যায়। পিতামাতার সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্র-কন্যার সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, অনাদিকাল হইতে যদি ইঁহারা পরস্পরে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ না থাকেন, তবে ইঁহা-দিগকে আশ্রয় করিয়া, ভগবানের বাৎসল্য লীলার অভিনয় অসম্ভব হয়। নিত্যকাল আমি আমার পিতার পুত্র, নিত্যকাল তিনি আমার পিতা, নিত্যকাল আমাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার বাৎসল্য ফুটিয়া আসিতেছে, নিত্যকাল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার পিতৃভক্তি ও দাস্যরস ফুটিয়া আসিয়াছে, এ যদি সত্য না হয়, তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জীবনাবধি, মৃত্যুর পরে সে সম্বন্ধের অনুকরণ বা অনু-শীলন করা কুসংস্কার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। সার্থকতাই বা কোথায়?

আর এ সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, তবে বাৎসল্য এবং দাস্য এই দুই রসকে স্থায়ী রস বলিতে পারি না। আর এসকল রস যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে পিতৃশ্রাদ্ধের প্রয়োজনই বা কি? তাহা হইলে রসের পথে ও ভক্তির পথে ভগবানের ভজনা বা ভগবানকে লাভ করা কবি-কল্পনাতে পরিণত হয়।

এ সংসারে পিতাকে পাইয়াছি বলিয়াই ঈশ্বরকে পিতারূপে জানিতে ও ভাবিতে পারিতেছি। এ সংসারে মাতাকে পাইয়াছি বলিয়াই বিশ্বজননীকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইতেছি। এই পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ যদি অনিত্য ও মায়িক হইয়া যায়, তবে ঈশ্বরের পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের প্রমাণপ্রতিষ্ঠাই বা থাকে কোথায়? তাহা হইলে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব যে বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক ও মায়িক হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিত্য-সিদ্ধ বলিয়াই সংসারের পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র সম্বন্ধও পরিণামী হইয়াও নিত্য। এই সম্বন্ধ ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণ ও প্রস্ফুট হইয়া আছে, এই সংসারে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতর ও স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রতিবিম্ব। এই বাৎসল্য সেই বাৎসল্যেরই প্রতিবিম্ব; এখানে তিলে তিলে ফুটিতেছে; সেখানে প্রস্ফুট হইয়া আছে; এখানে তিলে তিলে গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে সুগঠিত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে; এখানে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেখানে নিত্য-সিদ্ধ হইয়া আছে। আমাদের এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব পুত্রত্ব কন্যাত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধের মধ্যে, দর্পণে যেমন লোকে আপনার মুখ দর্শন করে, ভগবান সেইরূপ অনাদিকাল হইতে আপনার নিত্য-সিদ্ধ রসমূর্ত্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেদিন এই ছবি সেই মূলের সমতুল হইয়া উঠিবে, সেদিন তাঁহার বহু হইবার বাসনা তৃপ্ত হইবে। "বহুস্যাম প্রজায়েতি" বলিয়া তিনি সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁর সেই সংকল্প সার্থকতা লাভ করিবে। তারই জন্য এসকল সম্বন্ধকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। এই সকল নিত্য সম্বন্ধের নিত্যত্বের জ্ঞান জাগাইয়া রাখিবার ও প্রোজ্জ্বল করিবার জন্যই, ভক্তিপথের পথিকের নিমিত্ত এই সকল শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ প্রাচীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ন্যায় কেবল একটা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নহে। তাঁহার নিকটে শ্রাদ্ধ একটা বাহ্য সামাজিক ক্রিয়াও নহে। তাঁহার নিকটে শ্রাদ্ধ ভক্তিপথের একটা শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রাদ্ধক্রিয়া

বরণ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ তৎসৎ। কর্ত্তব্যেস্মিন্ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সভাস্থ সকলে—ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ তৎসৎ। কর্ত্তব্যেস্মিন্ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সভাস্থ সকলে—ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ তৎসৎ। কর্ত্তব্যেস্মিন আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সভাস্থ সকলে—ওঁ পুণ্যাহং। ওঁ পুণ্যাহং। ওঁ পুণ্যাহং।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ তৎসৎ। অদ্য——মাসি——পক্ষে,————তিথৌ,
——বাসরে————গোত্রঃ শ্রী——অহং——গোত্রায়া
মাতুঃ——দেব্যা আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মণি আচার্য্য-
কর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।

আচার্য্য—ওঁ বৃতোঽস্মি।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ যথা বিহিতং আচার্য্য কর্ম্ম কুরু।

আচার্য্য—ওঁ যথা জ্ঞানতঃ করবাণী।

ভগবদুপাসনা।

প্রণাম।

ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নোঽবোধি নমস্তেস্তু।

তুমি আমাদিগের পিতা, পিতার ন্যায় জ্ঞান দান কর। তোমাকে
প্রণাম করি।

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

হে দেব, হে পিতা, আমাদিগকে যাবতীয় দুরীত তুমি দূর কর ; যাহা কল্যাণকর তাহাই আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর সুখ এবং কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার মধ্যে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, বিশ্বের পরিবর্ত্তন-প্রবাহ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, এবং অন্তিমে যাঁহাকে পাইয়া চরম সার্থকতা লাভ করিতেছে, তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম। আনন্দরূপে অমৃতরূপে তিনি জড়ে ও চেতনে, জীবের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি শান্ত, শিব ও অদ্বৈত। আমরা তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করি।

হে অরূপ! এই দৃশ্যমান জগতের কোনও রূপ তোমাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না। হে অশব্দ! এই আকাশের কোনও শব্দ তোমাকে নিঃশেষে ব্যক্ত করিতে পারে না। হে অস্পর্শ! বিশ্বের কোনও স্পর্শ তোমাকে নিঃশেষে ছুঁইতে পারে না। হে অগন্ধ! পৃথিবীতে কত গন্ধ আছে, কিন্তু তোমার গন্ধ কিছুতে পাওয়া যায় না। হে অরস! ব্রহ্মাণ্ডের কোনও রস নিঃশেষে তোমার আস্বাদন দিতে পারে না। তুমি অতীন্দ্রিয়! তুমি মানুষের মন বুদ্ধি সকলের অতীত হইয়া রহিয়াছ। তুমি অনন্ত। তুমি ভূমা। তুমি অজ্ঞেয়। জগত— তুমি আছ, কেবল এই কথাই নিয়ত কহিতেছে, কিন্তু তুমি কি, তোমার নাম কি, গুণ কি, রূপ কি, স্বরূপ কি কিছুই বলিতে পারে না।

প্রাণের মধ্যে চাহিয়া দেখি তুমি প্রাণ। আমার আমিত্বের মধ্যে ডুবিয়া দেখি তুমি আমাকে পরিপূর্ণ করিয়া আছ। তুমি আমার চেতনার মূলে পরম চৈতন্য। আমার আত্মার মধ্যে পরমাত্মা হইয়া আছ। আমি একাকী নই, তুমি আমার নিত্য সঙ্গী। তোমাকে লইয়া আমি দুই হইয়া আছি। অথচ এই দুই যে আবার এক। আতপ ও ছায়া যেমন দুই হইয়াও এক, সেইরূপ এক। আমি নিজে শূন্য, তোমাকে লইয়া পূর্ণ হইয়া আছি। আমি নিজে অচেতন, তোমাকে লইয়া সচেতন হইয়া আছি। আমি নিজে মৃত, তোমাকে লইয়া অমৃত হইয়া আছি। আমার চক্ষু কাচের গোলক মাত্র; তোমার অধিষ্ঠানে এই চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; তুমি আমার চক্ষুষঃ চক্ষুঃ। আমার কর্ণ একটি ছিদ্র মাত্র, তোমার অধিষ্ঠানে তাহা শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তুমি আমার শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্। আমার সকল ইন্দ্রিয়ই জড়পিণ্ড মাত্র, তোমার অধিষ্ঠানে ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় রূপে পরিণত হইয়া, আমার জীবনকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতেছে। তুমি শোনাও তাই শুনি। তুমি দেখাও তাই দেখি। তুমি জানাও তাই জানি। তুমি চালাও তাই চলি। এই দেহকে আমার আমার বলি কিন্তু হে সর্ব্বগ্রাসী দেবতা, তুমি আমার জন্য এই দেহে অণুপরিমাণ স্থানও ত রাখ নাই, যাহাকে আমার নিজস্ব বলিয়া দখল করিতে পারি। দেহের অণুতে অণুতে তুমি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছ। ইন্দ্রিয়ের প্রতি ক্রিয়াতে তুমি স্ফুরিত হইতেছ। মনের প্রতি মননে তুমি চিন্তামণি হইয়া জ্বলিতেছ। হৃদয়ের প্রতি রসস্ফূর্ত্তিতে ও রসোচ্ছ্বাসে রসময়রূপে তুমি আপনার রস আপনি আস্বাদন করিতেছ। তোমার হইয়া, না জানিয়া, পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সখাসখী প্রভৃতির মধ্যে তোমাকেই যে ভালবাসি। তোমারই রস আমাকে ভিতর হইতে বাহিরে টানিয়া লয়; আবার সেই রসের টানেই বাহিরের বস্তু আমার প্রাণের মন্দিরে, মর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমার সঙ্গে রসে

মাখামাখি হইয়া, এক হইয়া যাইতে চাহে। তুমি এক অথচ দুই। তুমি আপনি আপনার জ্ঞাতা, আপনি আপনার জ্ঞেয়, আপনাকে জানিয়া আপনার জ্ঞান পূর্ণ করিয়া আছ। তুমি আপনি আপনার ভোক্ত, আপনি আপনার ভোগ্য ; আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিয়া আত্মারাম হইয়া আছ। তুমি এক, তুমি আবার দুই। এই দ্বৈতে তোমার একত্বকেই পূর্ণ করে। এই অদ্বৈতে তোঁমার দ্বৈতকেই সফল ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে। এ রহস্য-ভেদ করিবে কে ? তুমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে তুমি নিত্যলীলাময় ভগবান হইয়া আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছ। তুমি বিশ্ব-পিতা, তুমি বিশ্ব-মাতা, তুমিই আবার বিশ্ব-সন্তান। এই ভাবেই তুমি আপনার বাৎসল্যকে ও ভক্তিকে আপনি সম্ভোগ করিতেছ। আমাদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, তোমার ঐ বিশ্ব-পিতৃত্ব ও বিশ্ব-মাতৃত্বকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে। আমাদের পুত্রত্ব কন্যাত্ব তোমার বিশ্ব-সন্তানত্বকেই প্রতিবিম্বিত করিতেছে। সংসারের বাৎসল্যের ও ভক্তির সম্বন্ধের মধ্যে তোমার সেই নিত্য-সিদ্ধ বাৎসল্য ও ভক্তিই তিলে তিলে ফুটিতেছে। মিলনে ও বিরহে, জীবনে ও মরণে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আমাদের এসকল সম্বন্ধের মধ্যে তোমার ঐ নিত্যসিদ্ধ রসই ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ রসের প্রয়োজনেই তুমি এই সংসার লীলার সৃষ্টি করিয়াছ। এই সংসারের পিতার মধ্যে তুমিই পিতা, মাতার মধ্যে তুমিই মাতা ; পুত্র কন্যার মধ্যে তুমিই পুত্র ও কন্যা—সন্তানবতার তুমি ; ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে সখাসখীর মধ্যে তুমিই ভ্রাতা ও ভগিনী, সখা ও সখী—সখ্যাবতার তুমি ; পতি ও সতীর মধ্যে, প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মধ্যে, তুমিই পতি ও সতী, প্রণয়ী ও প্রণয়িণী—মাধুর্য্যাবতার তুমি। প্রভুর মধ্যে তুমি প্রভু, দাসের মধ্যে তুমি দাস। দাতার মধ্যে তুমিই দাতা, গ্রহিতার মধ্যে তুমিই ভিখারী। তুমিই ভালবাস, তুমিই ভালবাসা লহ। তুমিই সেবা কর, তুমিই সেবা লহ। তুমিই গুরু তুমিই শিষ্য। তুমি এক, তুমি বহু। তুমি অরূপ, তুমি সর্ব্বরূপ।

তুমি নিরাকার, তুমি সর্ব্বাকার। তুমি নির্ব্বিশেষ, তুমি সবিশেষ। তুমি জীবন, তুমি মৃত্যু। তুমি ইহলোক, তুমি পরলোক। সমষ্টির মধ্যে তুমি, ব্যষ্টির মধ্যে তুমি। তুমি লীলাময় পূর্ণ ভগবান। বিশ্বে তুমি বিশ্বাত্মা—আমরা তোমার বিশ্বরূপ ধ্যান করি। সকল নরনারীর মধ্যে তুমি নরোত্তম—আমরা তোমার নরোত্তমরূপ ধ্যান করি। আমরা, হে লীলাময়, তোমার বিচিত্র, অদ্ভুত, রহস্যময় এই সংসার-লীলা ধ্যান করি। সকল স্নেহের, প্রেমের, রসের সম্বন্ধের মধ্যে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ, ক্রিয়া, ও বিবিধ রূপের মধ্যে, তোমার নিখিলরসামৃত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি। এই লীলারসে আমরা ডুবিয়া গিয়া জীবনকে, সংসারকে, জগৎকে, বিশ্বকে রসামৃতময়রূপে সম্ভোগ করি।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
নধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো
ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু। ওঁ মধু। ওঁ মধু।

ঋতু সকলমধু বহন করুক। নদী সকল মধু ক্ষরণ করুক। ওষধি সকল মধুময় হউক। রাত্রি ও দিবা মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক। আকাশ মধুময় হউক। বনস্পতি মধুময় হউক। সূর্য্য মধুময় হউক। গোসকল মধুময় হউক। ওঁ মধু। ওঁ মধু। ওঁ মধু।

শ্রাদ্ধক্রিয়া।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ তৎসৎ। অদ্য······ ··মাসি··· · পক্ষে··········
তিথৌ ·········গোত্রায়া মাতুঃ ··· আদ্যৈকোদ্দিষ্ট
শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।

আচার্য্য—ওঁ কুরুষ।

ভক্ত্যা জ্ঞানেন সংযুক্তো পবিত্রমনসা তথা।
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং স্মৃত্বা চানুতিষ্ঠ ক্রিয়ামিমাম্॥

জ্ঞান-ভক্তিযুক্ত হইয়া, পবিত্র অন্তঃকরণে সকল যজ্ঞের ঈশ্বর ভগবানকে স্মরণ করিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—অনুস্মরামি—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।
ওঁ ভগবতে নমঃ।

ওঁ নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পরমাত্মানং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

পবিত্রই হউক, কিম্বা অপবিত্রই হউক, মানুষ যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পরমাত্মাকে স্মরণ করিবা মাত্র সে অন্তরেবাহিরে শুচি হইয়া যায়।

হে ভগবন! এই পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তুমি আমার শরীর মনকে তোমার প্রসাদে পবিত্র কর।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিরত্রাধিষ্ঠানং কুরু যাবৎ শ্রাদ্ধং করোম্যহম্

ওঁ পিতৃভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ
লোকস্থিতিধারণায় সদ্ধর্ম্মায় নমো নমঃ।

পিতৃগণকে, ঋষিগণকে, মহাযোগীগণকে এবং যে ধর্ম্ম লোকস্থিতি রক্ষা করিতেছে, তাহাকে প্রণাম করি।

ওঁ পঞ্চভূতেম্বিহ মাতা পঞ্চত্বং সম্প্রাপ্তাহি মে।
তেভ্যোঽহং পঞ্চভূতেভ্যঃ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।

এই ক্ষিত্যপতেজাদি পঞ্চভূতে আমার মাতার ভৌতিক দেহ মিশিয়া গিয়া, তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। মাতৃদেহ স্মরণ করিয়া এই ভূতগ্রামকে প্রণাম করি।

ওঁ যৎপ্রাণসিন্ধৌ লীয়ন্তে প্রাণাংশ্চ প্রাণিনাং সদা।
সংস্মৃত্য মে মাতুঃ প্রাণান্ প্রাণসিন্ধো নমামি তেঁ।

যে প্রাণসিন্ধু হইতে সকল প্রাণীর প্রাণসমূহ উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই আবার বিলীন হয়, মাতার প্রাণ স্মরণ করিয়া, হে প্রাণসিন্ধো! তোমাকে প্রণাম করি।

যস্মিন্ মনোময়ে কোষে ত্মোতন্তে মানসানি বৈ।
স্মৃত্বা মাতুর্মনো ভক্ত্যা মনোব্রহ্ম নমামি তে।

যে মনোময় কোষে জীবের সমুদায় মনন কার্য্য সম্পাদিত ও সম্ভব হয়, মাতার মানসক্রিয়াকে ভক্তিসহকারে মনে করিয়া হে মনব্রহ্ম তোমাকে প্রণাম করি।

বিজ্ঞানকোষে যস্মিন্ হি সর্ব্বজ্ঞানং বিরাজতে।
অনুধ্যায় মাতুর্জ্ঞানং জ্ঞানসিন্ধো নমামি তে।

যে বিজ্ঞানময় কোষে সকল জ্ঞানের প্রকাশ হয়, মাতার জ্ঞান অনুধ্যান করিয়া, হে জ্ঞানসিন্ধো! তোমাকে প্রণাম করি।

যদানন্দময়ঃ কোষঃ সর্ব্বান্ মোদয়তে সদা।
সংস্মৃত্য মাতুরানন্দং ভাবসিন্ধো নমামি তে।

যে আনন্দময় কোষে সকল জীব আনন্দলাভ করে, মাতার জীবনের আনন্দ স্মরণ করিয়া, হে ভাবসিন্ধো! তোমাকে প্রণাম করি।

ওঁ দশমাসোদরে গর্ভে ধৃতং মাত্রা সুদুঃখিতং।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।

ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নং।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।

ওঁ বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।

ওঁ মাঘেমাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।

ওঁ যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি কাথানি বিবিধানি চ।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ অনেকযাতনা মাতুঃ প্রাণাস্তদুঃসম্ভবঃ।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গতেহস্যতঃ।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য-ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে চান্নং মাতা প্রযচ্ছতি।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যঞ্চ যাবৎ-পুত্রোর্হস্তি বালকঃ।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ রাত্রৌ মুত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্র-পীড়নং।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।
ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে যৎস্যান্মাতুশ্চ শোচনং।
কারুণ্যং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদম্যহম্।
ওঁ এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা।
করুণাং তস্য সংস্মৃত্য ভক্ত্যাঞ্জলিং দদাম্যহম্।

দান-উৎসর্গ।

মাতঃ তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের সঙ্গে সর্ব্ববিধ দেহসম্বন্ধ চিরদিনের মতন ছেদন করিয়াছ। ইহলোকে আমি তোমার যে সামান্য সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম, আজ সে পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু মাতৃ-সেবা ত আমার শেষ হয় নাই। সে পবিত্র ব্রতের কখনই ত উদ্‌যাপন সম্ভব হয় না। সে আকাঙ্ক্ষাও আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই। তারই কণামাত্র পরিতৃপ্তির আশায়, তুমি যাঁহার লীলাবিগ্রহরূপে আমাদিগের নিকটে প্রকট হইয়াছিলে, সেই বিশ্বমাতাকে স্মরণ করিয়া, সন্তানের সেবাতেই মাতার পরিতোষ হয়, ইহা জানিয়া,—তোমার নামে, তোমার আত্মার

প্রীত্যর্থে, আমি লোকসেবার জন্য, শ্রদ্ধাভরে এই সামান্য অর্থ উৎসর্গ করিতেছি। যাঁহারা আমার এই ভক্ত্যুপহৃত অর্থ ভোগ করিবেন, তাঁহাদের তৃপ্তিতে, তোমার তৃপ্তি হউক। তুমিই আমার এই সেবা গ্রহণ কর।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ওঁ পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে।
মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদ যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ।
যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ।
শ্রাদ্ধেনৈতেন তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।
আচার্য্য—ওঁ অস্তু।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতং।
আচার্য্য—ওঁ জাতম্।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা—ওঁ এতৎ কর্ম্ম শ্রীভগবতে অর্পিতমস্তু।
আচার্য্য—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ হরিঃ ওঁ।